মেঘনাদবধ নাটক

শ্রীত্রৈলোক্যনাথমুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

বি, পি, এমস, যন্ত্রে

১৫ নং ঝামাপুকুর লেন, শ্রীকালিকুমার চক্রবর্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৪ সাল ২০এ ভাদ্র।

মূল্য—৸৹ বারো আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ইদানীং সভ্য সমাজে দেশীয় যাত্রারূপে স্থানে স্থানে নাটকের অভিনয় হইতেছে। এই প্রমোদ-লিপ্সা কেবল নগরমধ্যেই প্রবল নহে, পল্লীগ্রামেও দিন দিন ইহার বিস্তার দৃষ্ট হইতেছে। সেই সাধারণ অনুরাগে প্রোৎসাহিত হইয়া আমি প্রস্তাবিত নাটকখানি রচনা করি; পল্লীগ্রামে অভিনীত হইবে বলিয়া তদন্তর্গত বাক্যাবলির সরলতা সম্পাদন বিষয়ে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি ও অধিকাংশস্থল সংগীতরূপে বর্ণন করা গিয়াছে। প্রথমতঃ আপনাদের মধ্যেই ইহার প্রদর্শন হইবে স্থিরতর ছিল মুদ্রাঙ্কন করিবার বাসনা ছিল না, আপাততঃ কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে ইহা মুদ্রাঙ্কিত করিতেছি; নব্য সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহাদের আদর-লাভ করিবে এতদূর প্রত্যাশা নাই তবে সাধুগণ দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণমাত্রই গ্রহণ করিয়া থাকেন এই সাহসেই তাঁহাদের অবকাশ সময়ের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী করিয়া ইহার মুদ্রাঙ্কন করিতেছি। অভিনেতৃগণের সুবিধার জন্য নাটকান্তর্গত গীতগুলির তালও রাগিণী প্রত্যেক গীতের শীর্ষভাগে উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে সভ্যমণ্ডলী অনুকম্পাপূর্ব্বক উৎসাহ প্রদানে সাহস বৃদ্ধি করিবেন।

মাহাতা অগ্রহায়ণ ১১৮৮।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মণঃ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

নট	
সভাসদ	
বিরূপাক্ষ	প্রধান সেনা পতি
লম্বকর্ণ } ধূম্রলোচন }	প্রহরীদ্বয়
তাল জঙ্ঘ	সেনাপতি
ইন্দ্রজিত	লঙ্কাধিপতির পুত্র
রাম	অযোধ্যাধিপতির পুত্র
লক্ষ্মণ	রামের ভ্রাতা
বিভীষণ	রামের মিত্র
হনূমান	রামের ভৃত্য

লঙ্কাধিপতির পুরোহিত ধ্বজ বাহক

কতিপয় অস্ত্রধারী বীর পুরুষ

স্ত্রীগণ

নটী	প্রধান
মন্দোদরী	লঙ্কাধিপতির স্ত্রী
ত্রিজটা	মন্দোদরীর দাসী
সীতা	রামের স্ত্রী
সরমা	বিভীষণের স্ত্রী
বিকট দশনা } মুণ্ড মালিনী } উর্দ্ধনেত্রা }	চেড়ীগণ
প্রমীলা	ইন্দ্রজিতের স্ত্রী

সহচরী ও কতিপয় দাসী

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৭	শ্রবণাজ্ঞাহউক	অনুমতি হলে শুনাই
৪	৭	ভেবেছি	কতভেবেছি
৫	১২	রাগিণী ঐ ঐ	রাগিণী লুম্‌খাম্বাজ
৭	৮	ঐ	রাগিণী ঝিঝিটখাম্বাজ
২৩	৪	রামেরসনে একাসনে	রামের বামে বসাইয়ে যুগল বেশ
২৮	১০	এই মাত্র	এই এই মাত্র
৪৬	১২	লম্ভকর্ণ	লম্বকর্ণ

মেঘনাদ বধ

নাটক ।

নটের প্রবেশ ।

নট । রাগিণী মোহিনী বাহার, তাল আড়া ।

তারা, বুঝেও বুঝা ভার, মায়া তব চমৎকার ।
অধীন সন্তান প্রতি যে দয়া তোমার ॥
যার তব পদে মতি, তুমি নিদয় তার প্রতি,
চির দাস লঙ্কাপতি, নাপায় নিস্তার ।
নামধর দুখ হরা, ভক্তে দাও মা দুখভরা,
একি লীলা সারাৎসারা, ভেবে না পাইসার ॥
যে তরে সে নিজগুণে, সে কি তব দয়া গুণে ।
তবু বলি জেনে শুনে, তুমি দয়াধার ॥

(চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এই যে মহারাজ চক্রবর্ত্তী রাজা বিক্রমাদিত্যের সভা সমীপে উপস্থিত হলেম ।
আহা! সভার কি অনুপম শোভা! স্ফাটিক নির্ম্মিত

সভাতল, স্বচ্ছজলের ন্যায় টল্ টল্ কচ্ছো। সহসা পাদবিক্ষেপ কত্তে মনে আশঙ্কা জন্মে। তাতে আবার রত্ন সমূহ যেন মানস সরোবরে বিকশিত কমলের শোভা প্রকাশ কচ্চে। নীল, রক্ত, শ্বেত, পীত স্তম্ভ রাজি সারি সারি দণ্ডায়মান হয়ে অপূর্ব্ব স্বর্ণ ছাদ মস্তকে ধারণ কচ্চে। এমন সভার মধ্যে মহারাজ চক্রবর্ত্তী রাজা বিক্রমাদিত্য নবরত্ন ও অমাত্য বর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে মনোহর স্বর্ণ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন। আহা! (সবিস্ময়ে) একি স্বর্গ ধামে দেবগণ পরিবেষ্টিত সচীনাথ ইন্দ্রকে দর্শন কচ্চি। হে বিক্রমাদিত্য অবনী মণ্ডলে তুমিই ধন্য এবং তোমার কীর্ত্তিই ধন্য।

সভাসদ। এ কে নট এসেছ। এ যে মেঘ না চাইতেই জল পাওয়া গেল। তোমাকে আনাবার নিমিত্ত মহারাজ এই মাত্র আমাকে অনুমতি কল্লেন, তা এসেছ ভালই হলো, মহারাজের সহিত একবার সাক্ষাৎ কর।

নট। মহাশয়! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কোর্‌বেন। আমার মনটা সম্প্রতি বড় ব্যাকুল আছে, যদি অনুমতি করেন ত বাটী হতে একবার ফিরে আসি, পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বো।

সভা। কেন, এত ব্যাকুল হবার কারণ কি? কোন বিপদ ঘটেছে নাকি?

নট। না বিপদ এমন কিছু না তা—তা—

সভা। বল বল আমাকে বল্‌বার হানি কি আছে।

নট। বলি, বাড়ী ছাড়া অনেক দিন তা, প্রিয়ার সহিত সন্দর্শন হয় নাই তাইতে মনটা বড় কেমন্ কেমন্ কচ্চো।

সভা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) না হবে কেন এত অতিশয় উদ্বেগের বিষয়ই বটে। রমণীত রমণী নয় সে যে ফণির মাতার মণি, তা সে মণি যিনি লোভ না করেছেন তিনি আঁধারে আছেন আর যিনি লোভ করেছেন তিনি কালকূট বিষে একে বারে জর্জ্জরিত হয়েছেন।

নট। মহাশয়! রমণীকে এত ঘৃণা কোর্‌বেন না। রমণী যে কেমন পদার্থ [illegible] হউক। [illegible] হলে [illegible]ই।

নট। রাগিণী সোহিনী—তাল ঠেকা।

অসার সংসার মাঝে, সার রমণী রতন।
বাঁচা তার বিড়ম্বনা, বঞ্চিত সেধনে যেজন॥
পুরুষ হৃদিআকাশে, মধুর বিভা প্রকাশে,
উল্লাস সুধা বরষে, উজলে আঁধার মন।
দুঃখময় এসংসার, সুখময় স্পর্শে তার,
লৌহে কাঞ্চন সঞ্চার, স্পর্শমণি স্পর্শে যেমন॥

সভা। সাধু! সাধু! কি মনোহর! (কর্ণ পাত করিয়া) একি কিছু শুনতে পাচ?

গান করিতে করিতে নটীর প্রবেশ।

রাগিণী—খাম্বাজ তাল—আড়খেমটা।

কি শুনিলাম সই, প্রাণ নাথের স্বর সুতান।
চকিত চাতকী হিয়া, নবঘন রবে যেমন॥

শুনেছি বেণুর ধ্বনি, বসন্তে কোকিল ধ্বনি।
হেন কভু নাহি শুনি, একিসই পীরিতের গুণ॥
উদয়েতে দিনমনি, প্রফুল্ল হয় নলিনী,
আমি তো নব নলিনী, কান্ত নলিনী রঞ্জন।

নট। এই যে নাম কত্তে কত্তেই প্রিয়া এলেন, প্রিয়ে! এস এস, এখনই তোমারই কথা হচ্ছিল। তোমার জন্যে যে কত কেঁদেছি, ভেবেছি, তা কি বোল্‌তে পারি?

নটী। (কিঞ্চিৎ অভিমান ভরে) হাঁ নাথ বুঝেছি তোমার কত ভাল বাসা।

রাগিনী লুম ঝিঝিট—তাল কওয়ালি।

প্রেম, যে করেছে জানে, সে পুরুষ কেমন।
দেয় হাতে চাঁদ যবে, করয়ে মিলন॥
প্রাণ সম ভাল বাসি, মুখেতে বচন।
শরত মেঘের সার, যেমন গর্জ্জন॥
নানাছলে মনোরথ, করিয়ে সাধন,
মধুহীন দেখে শেষে, করে পলায়ন॥

নট। প্রিয়ে! পুরুষকে কি এমনই নিষ্ঠুর জেনেছ? দুই একটির দোষ দেখে একবারে পুরুষ জাতির নিন্দা করা কি উচিত?

সূত্র। আঃ! তোমরা কি পাগল হয়েছ? একি ঝগড়া করবার স্থান না, সময়? আর ঝগড়ারই বা বিষয় কি? ও সব

ছাড়। এখন মহারাজা তোমাদের প্রতি যে আদেশ করেছেন তা শোন।

উভয়ে। আজ্ঞা করুন।

সভা। নূতন যে মেঘনাদবধ-নাটক রচিত হয়েছে, মহারাজার এই আদেশ যে তোমারা এই রাত্রেই তার অভিনয় করে মহারাজকে তুষ্ট কর।

উভয়ে। নৃপতির এ আদেশ আমরা শিরোধার্য্য কল্লেম।

সভা। ভাল, দেখ এখন এই শরৎ সমাগম হয়েছে। এই সকল সভাসদ্ গণের ইচ্ছা যে তোমরা শরৎ ঋতুকে নির্ভর করে ইহাঁদিগকে একটী সংগীত শুনাও।

উভয়ে। যে আজ্ঞা মহাশয়।

রাগিণী [illegible]—তাল কাওয়ালি।

কি শোভা ধরেছে ধরা শরতের আগমনে।
প্রান্তরে শস্য লহরী, দেখরে নয়ন ভরি,
হরিত সাগরে যেন, খেলে উর্ম্মি বায়ুসনে।
সরসে সরোজ রাজি, কুমুদীসহ বিরাজি,
বিকাশে বিচিত্র শোভা, ফুলসাজে নিশিদিনে॥
নিশানাথ নিশাকালে, বেষ্টিত তারকা দলে,
শোভিতেছে মণিময়, বিমল শ্বেতবসনে।
ধন্য প্রভু বিশ্বাধার, ধন্য রচনা তোমার,
ধন্য যে সন্তোষ লভে, তব রচনা চিন্তনে॥

(প্রস্থান)

মেঘনাদ বধ নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

নগরের রাজপথ।

[নেপথ্যে গীত]

রাগিণী লুম ঝিঝিট্—তাল মধ্যমান।

পীরিতি পর[illegible], [illegible] দায় সংগোপনে।
যে জন প্রেম বিলাসী, বুঝ চিন্তি মনে মনে ॥
কভু এ পোড়া নয়ন, বাঁকা ভাবে চাহিঘন,
প্রচারি প্রেম বারতা, হারায় সে অমূল্য ধনে।
কিম্বা কভু অঙ্গ ভঙ্গি, করে নানা রঙ্গভঙ্গি,
গোপনে রাখিব ভেবে, প্রকাশে গুপ্ত রতনে।
যথা শতদল ধন, রাখিলে করি গোপন,
দেয় নিজ পরিচয়, সুসৌরভ বিতরণে ॥

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিরূপাক্ষ, লম্বকর্ণ
ও ধূম্রলোচনের প্রবেশ।)

বিরূপাক্ষ। (সবিস্ময়ে) কেমন হলো, অনেক দিনের পর লঙ্কায় আজ গীতবাদ্যের ধ্বনি শুনচি। সহস্র সহস্র বীর

রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছেন, লঙ্কা প্রায় বীর শূন্য হয়েছে। এই কাল, মহাবীর বীরবাহু (আহা! নাম কত্যে বুক্ ফাটে) রণশায়ী হয়েছেন উাঁর সঙ্গে যে সকল সৈন্য সামন্ত গিয়েছিল আমি বই তার কেউ ফিরে আসে নাই। এমন জন সাধারণ দুঃখের সময়ে ঘরে ঘরে গীত বাদ্যের রব শুন্‌চি, এর কারণ কি?

রাগিণী ~~ভৈরবী~~ তাল ঠুঙ্গরি

বম্ বম্ হর হর, মহেশ শঙ্কর,
প্রণতি মে তব পদ কমলে হে।
রূপ মনোহর, রজত গিরি নিভ,
কটি তটে বাঘ ছাল হে,
সিদ্ধি পানে ত্রিনয়ন ঢুলু ঢুলু,
আধ শশি শোভে ভালে হে॥
বৃষাসনাসীন ভুবনমোহন,
জটা জূটে শির শোভিত হে,
ধরাপৃষ্ঠে যেন রে ধরাধর মণ্ডিত
নবঘন জালে হে॥
ববম্ ববম্ বম্ ববম্ বদনে,
ডিমিকি ডিমিকি বাজে ডম্বরু হে;
শিরে ফণি, গরজে শ্বনশ্বনে,
গঙ্গা কুলু কুলু রোলে হে।

তুমি, মহাদেব, এ বিশ্ব কারণ,
জগজ্জনের তুমি তারণ হে,
কৃপানেত্রে পতিতে নিরখিয়ে,
দিওপদ ভব পার কালে হে॥

কেও বিরূপাক্ষ? এযুদ্ধবেশে এখন কোথা হতে?

বিরূ। কেন ভাই তুমি কি জানো না, মহারাজ যে আজ আমাকে পশ্চিম দ্বার রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করেছেন।

তাল। রাম স্বয়ং না পশ্চিম দ্বার অবরোধ করে আছেন? তা তোমার মত বীরের হাতে পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভার দেওয়ায় মহারাজার গুণ গ্রাহিতাই প্রকাশ পাচ্চে।

ধূম্র। (জনান্তিকে লম্বকর্ণের প্রতি) তাঁর গুণ গ্রাহিতাই আমাদের দুঃখের মূল।

বিরূ। তালজঙ্ঘ! আর ভাই আমাদের বীরপনা। কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, বীরবাহু প্রভৃতি বড় বড় বীর যারহাতে মরেছেন, তার নিকট আমরাত সামান্য পতঙ্গ বল্লেই হয়। রাম যখন বানরসেনা সঙ্গে করে লঙ্কা আক্রমণ কল্লেন, তখন মনে করেছিলাম যে, যে দশাননের প্রতাপে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ত্রিভুবন কম্পান্বিত, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে বানর সহায় করে দুছোঁড়া মানুষ এসেছে। কিন্তু ভাই! এরাত সামান্যমানুষনয়, এদের হাতে মহারাজ এ সবংশে বিনষ্ট হবেন তাত আমার বিলক্ষণ আশঙ্কা হচ্চে।

ধূম্র। (জনান্তিকে) মনে করেছিলাম নর বানরের নরম নরম

মাংস খুব কশ্যে খাব, কিন্তু ভাই লম্বকর্ণ! এখন সে বেটারা আমাদের না খেয়ে গেলে বাঁচি।

তাল। ওহে, মহারাজের মনেও এইরূপ আশঙ্কা হয়েছে। বীরবাহুর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে বিলাপ কত্ত্যে কত্ত্যে মহারাজ বলেছিলেন "হায়! আমি যাদের মানুষ বল্যে অবহেলা করেছিলাম, দেখ্‌চি আমি তাদের হাতেই সবংশে মোর্‌বো,, কিন্তু দেখভাই! এমন বুঝেও তখনই ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধের ভার দিয়ে নিমন্ত্রণ করে্য পাঠালেন।

বিরু। কি বল্লে? এর মধ্যেই ইন্দ্রজিতের উপর ভার হয়েছে?

ধুম্র। (জনান্তিকে) হাঁ ঐটির মাত্রা খেতে এখনও বাকি আছে কি না, তাওত শীগ্‌গির্ শীগ্‌গির্ চাই।

তাল। হাঁ হে! দেখ্‌চনা, তাই ঘরে ঘরে নৃত্য গীত আরম্ভ হয়েছে, সকলে মনে করেছে কাল্‌কের যুদ্ধেই ইন্দ্রজিত রামলক্ষ্মণকে মেরে, বানর গুলকে সাগর পারে তাড়িয়ে দিয়ে আস্‌বেন!

ধুম্র। (জনান্তিকে) এইরকম সকলেই তাড়িয়ে দিয়ে আশ্চে, ফিরে এসেত আর মুখদেখাতে হয় না, যা বলে যায় তাই শোভাপায়!

বিরু। হাঁ বুঝ্‌লাম, মূর্খের অসাধ্য কাজ নাই, ওদের নাচ্‌তে গাইতে যতক্ষণ আবার কাঁদ্‌তেও ততক্ষণ, দুর হোক্, চলভাই! গৃহে যাই, অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়া গেছে।

সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

মন্দোদরীর—অন্তঃপুর।

মন্দোদরীর—প্রবেশ।

(স্বগত) ত্রিজটাকে যে, অনেকক্ষণ পাঠিয়েছি, কই সেত এখন ও এলনা। বাছা ইন্দ্রজিতের সঙ্গে হয়ত তার সাক্ষাৎ হয় নাই। কেন, বাছা আমারত এতক্ষণ এসেছেন, হায়! যদি দাসীর সঙ্গে দেখা হবার আগে বাছা আমার মহারাজের নিকট যুদ্ধের ভার নিয়ে থাকেন, আঃ পোড়া চোখটার আবার কি রোগ হলো? (দক্ষিণ চক্ষুঃ স্পর্শন)—হায়! বাছা যদি যুদ্ধের ভার নিয়ে থাকেন, তবেইত আমার কপাল ভেঙ্গেছে. তারে কেমন করে্য নিরস্ত কোর্‌বো; হেমা ভগবতি! এদাসীর প্রতি কৃপা করে্য দশাননের মনে সুমতি দাও, তিনি যেন আর এ দুঃখিনীর ধনকে শত্রু হাতে নাপাঠান, বীরবাহু—আহা! বাছার চাঁদমুখ আর দেখ্‌বোনা—সেও রামের বাণে হত হলো, অতিকায়, কুম্ভকর্ণ—যাদের ভয়ে ত্রিভুবন কাঁপ্‌তো—সব কোথায় গেল? হা! দারুণ বিধি! যমকে রাবণের পদাবনত দেখে তুই কি তাঁর কুলধ্বংস কত্তে্য রাম রূপ নূতন যমের সৃষ্টি করেছিস? সে রামের হাতে ত আমি পুত্রকে প্রাণ থাক্‌তে পাঠাতে পার্‌বোনা। দোহাই দুর্গে! তুমি বৈ এদাসীর আর কেউ নাই। মা! তুমি একবার মুখতুলে চাও।

রাগিণী—লুম ঝিঁঝিট—তালজত্।

হেমা। এই মিনতি, হে পার্ব্বতি, তব চরণে।
রক্ষকুল রক্ষ সুমতি দিয়ে রাবণে॥
পুত্রে পাঠাইতে রণ, রাবণ করেছেন পণ,
মাগি ভিক্ষা ঘুচাও সে পণ, হে ত্রিনয়নে!
রামের রণ অনল প্রায়, যে যায় না রক্ষা পায়,
সেরণে পুত্রে বিদায়, দিব কেমনে॥
যদি সেবি তব চরণ, পেয়েছি মা পুত্র রতন,
মা হয়ে অনলে সেধন, সঁপি কোন প্রাণে॥

মায়ের একবার ধ্যান করি—

(ধ্যানে উপবিষ্টা।)

(ইন্দ্রজিত ও ত্রিজটার প্রবেশ।)

ইন্দ্রজিত্। ত্রিজটে! জননী কি তোমাকে অনেক ক্ষণ পাঠিয়েছেন, আমাকে দেখ্তে তিনি এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন? এমন্ ত তাঁকে কখনই দেখিনাই!

ত্রিজটা। রাজকুমার! দেবী যে তোমাকে দেখ্তে কত ব্যস্ত হয়েছেন তা কি বোলবো! বীরবাহুর মৃত্যুর সংবাদ আসার পর যখন শুনেছেন যে, মহারাজা তোমাকে সেনাপতি পদে অভিষেক কোর্‌বেন, সেই অবধি তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন, আর হা ইন্দ্রজিত! হা বীরবাহু! রাক্ষসকুল ধ্বংস হলো! মুখে কেবল এই কথা।

ইন্দ্র। ত্রিজটে! দেখ দেখি ঐ না জননী উপবিষ্ট রয়েছেন, বুঝি ধ্যানে মগ্ন আছেন।

(আস্তে আস্তে উভয়ের মন্দোদরীর নিকট গমন।)

মন্দো। (ধ্যান যোগে) মা ভগবতি! আমি এত চিন্তা কল্লেম তবু হৃদয় মধ্যে তোমার দর্শন পেলেম না, মা কি বিমুখ হলে? (চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) বাছা মেঘনাদ এলে! (উঠিয়া) এসো বাছা।

ইন্দ্র। জননি! প্রণাম করি।

মন্দো। এসো বাছা! হৃদয়ের ধন হৃদয়ে এসো (পুত্রকে আলিঙ্গন) বাছা! সর্ব্বজয়ী হও, বাছা! মহারাজের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে, তিনি কি তোমাকে যুদ্ধের ভার দিয়েছেন?

ইন্দ্র। হুঁ জননি! আমি যুদ্ধের ভার গ্রহণ করেছি।

মন্দো। (শিরে করাঘাত) হায়! আমার কপাল ভাঙ্গলো। আমি যখন ধ্যানে মায়ের দর্শন পাই নাই, তখনই বুঝেছি আমার কপালে কি ঘটে। এই জন্যেই বুঝি আমার ডান্ চোখ্ নাচ্ছিল বাছা! তুমি আমার কথা রাখ, তুমি সমরে এবার যেতে পাবেনা।

ইন্দ্র। জননি! এত আশঙ্কা কচ্চোন কেন? আমি দুবার রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের সসৈন্যে মেরে এসেছি, জননি! অনুমতি কল্লে এবারেও রাম লক্ষ্মণকে মেরে, বানর গুলকে সাগর পারে তাড়িয়ে দিয়ে, খুড়া বিভীষণকে বেঁধে এনে আপনাদের চরণে ডালি দিই।

ত্রিজটা। তাইত কি আশ্চর্য্য। কুমার ত একবার রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বেঁধে এসেছিলেন, আবার নিশাযুদ্ধে তাদের সসৈন্যে মেরে এসেন, কিন্তু তারা কি মন্ত্র বলে আবার বেঁচে ওঠে, অবাক্ করেছে।

মন্দো। ত্রিজটা ঠিক্ বলেছো। বাছা! তুমি যাবল, আমি যেমন দেখ্চি শুন্‌চি এতে তোমাকে কখনই যুদ্ধে বিদায় দিতে পারবোনা।

রাগিণী—পারাভৈরবী তালঠেকা।

কোন প্রাণে, বিদায় তোয়, দিবরে সমরে।
সতত আশঙ্কা মনে, হারাইরে তোয় হারাইরে॥
রাম নানা মায়াধরে, ভাসায় শিলা সাগরে,
ভুলায় বনের বানরে ;—
তাইসদা চিন্তি অন্তরে, নাজানিকোন মায়াজোরে,
গ্রাসি তোমা শশধরে, হৃদয় আমার আঁধারে॥

ত্রিজটা। (চক্ষের জল মুছিয়া) আমরি মরি! মা নইলে কি স্নেহ জানে?

ইন্দ্র। জননি! আমি বড় চমৎকৃত হলাম যে তোমার মনে এমন আশঙ্কা হচ্চে। শত্রু নগর আক্রমণ করে রয়েছে, আমি যুদ্ধে বিমুখ হয়ে কি সুখ ভোগ কোরবো? ঘরে আগুন লাগলে কি কেউ তাতে নিদ্রা যেতে পারে! যার ভয়ে দেব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব সকলে কম্পিত সে আজেন্দ্র বানরের ভয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হবে, তার কলঙ্ক রাখ্‌বার কি আর স্থান আছে! দেশ, কুল মান, সম্ভ্রম শত্রুহাতে

সঁপেদিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকবো, এই কি জননি বীরের ধর্ম্ম ? ধিক্ ধিক্।

রাগিণী—কালেংড়া—তাল—কওয়ালি।

ধিক্, কিবা ফল তাহার জীবনে।
যে না সঁপে প্রাণ রক্ষিতে স্বজনে ॥
জন্মে বীর কুলে, যে জন রঙ্গে ভুলে,
ত্যজিয়ে শত্রু করে দেশ কুলে ;
কি অসার, জন্ম তার,
তারে বীরকুল-কলঙ্ক কেনা গণে ?
আমি ইন্দ্রজিত, মোরে কি উচিত,
বিমুখিতে রণে হয়ে সন্ত্রীত ;
গেলে মান কাজ্ কি প্রাণ,
মুখ দেখাব দেখিবে বল কেমনে ?

জননি ! তুমি আমাকে যুদ্ধে যেতে নিবৃত্ত করোনা, তুমি লঙ্কেশ্বর দশাননের গৃহিনী, ইন্দ্রজিতের জননী তোমার মুখে কি একথা সাজে ?

ত্রিজটা। আহা ! কথাগুলি যেন মধুমাখা তাইত কুমার যা বল্লেন তাত মিথ্যানয়।

মন্দো। বাছা ! তুমি আমারে লজ্জা দিলে। ভাল, যদি নিতান্তই যাবে তবে এক বার গৌরীর চরণ বন্দনা করে্যে যাও।

রাগিণী—গারা ভৈরবী তাল মধ্যমান।

নিতান্ত সমরে যদি যাবি বাছাধন।
যতনে হৃদয়ে বান্ধ মহামায়ার শ্রীচরণ॥
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে, কে রাখিবে গতিহীনে,
লও শরণ তাঁর চরণে;
এ যে আমার নয়ন তারা,
দেখো মা রেখো মা তারা,
তারা হারা করোনা মা, অন্ধ করি দুনয়ন॥

বাছা! দিক্‌পালগণ তোমাকে রক্ষা করুন (মস্তকে হস্ত দিয়া) আশীর্ব্বাদ করি তুমি সর্ব্বজয়ী হও।

ইন্দ্র। (নত ভাবে) জননি! আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য কল্লেম। জননীর আশীর্ব্বাদ অবশ্যই সফল হবে।

মন্দো। বাছা! ইষ্ট দেবতার প্রসাদ ব্যতিরেকে এ সংসারে সকলই বিফল। অতএব অগ্রে তুমি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করো তোমার ইষ্ট দেবতা অগ্নি দেবের প্রসাদ লাভ কর, পরে যুদ্ধে যেও। দেখো বাছা! আমার কথা রেখো, যজ্ঞ না করো যুদ্ধে যেওনা। আমি পুরুত ঠাকুরকে বলে পাঠাই।

ইন্দ্র। জননি! আপনার আজ্ঞা আমি অবশ্যই পালন কোর্‌বো।

মন্দো। বাছা! প্রমীলাকে একাকিনী প্রমোদ কাননে রেখে এসেছ? এই চতুর্দ্দিকে শত্রু, রক্ষক কারেও রেখে আসনাই?

ইন্দ্র। জননি! প্রমীলাকে রক্ষার নিমিত্ত রক্ষকের প্রয়োজন নাই, প্রমীলা মনে কল্লে ত্রিভুবন জয় কত্যে পারে।

মন্দো। বাছা! স্ত্রী জাতির আবার বল বিক্রম! কেউ কুদৃষ্টিতে চাইলে যার কলঙ্ক রাখ্‌তে স্থান থাকে না তার আবার বল বিক্রম! চল বাছা প্রমীলাকে আন্‌তে দূত পাঠাই।

তৃতীয়াঙ্ক।

(রামের শিবির)

রামলক্ষ্মণ ও বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। প্রভো! এত আশঙ্কা কচ্চোন কেন? আপনার মনে যে ভয় আছে, আমি ত এই প্রথম জান্‌লাম।

লক্ষ্মণ। ঠাকুর! আপনি ভয় কল্লে আমাকে অভয় দেবে কে? উৎস শুকালে নদী জল পাবে কোথায়!

রাম। ভাই! স্নেহের অতি বিচিত্র গতি, স্নেহই জীবকে ভীত করে। যে বীর্য্যবান মহা পুরুষ প্রবল ঝড়ে আন্দোলিত সাগর গর্ভে ঝাঁপ দিতে সাহসী হন, যিনি দাবানলে দহ্যমান অরণ্যে প্রবেশ কত্যেও কিছু মাত্র ভয় করেন না, তিনিও স্নেহাস্পদ প্রিয় পুত্রকে ক্রোড়ে রেখেও নির্ভয় চিত্তে থাক্‌তে পারেন না।

বিভী। ঠাকুর! আপনি যা বল্লোন সকলই সত্য। স্নেহাস্পদ

প্রিয়জনের অমঙ্গল আশঙ্কা সততই মনে উদয় হয়। কিন্তু আপনিত বিলক্ষণ অবগত আছেন যে আমরা রাক্ষস জাতি কামরূপী, ইচ্ছা কল্লো নানা রূপ ধারণ কত্তে পারি, মায়া জাল বিস্তার করো গোপন ভাবে লক্ষ্মণ শূরকে লঙ্কায় প্রবেশ করাবো, কেউ জান্‌তে পার্‌বেনা। আমি লক্ষ্মণের যেরূপ বীরপণা দেখেছি, নিশ্চয়ই ইন্দ্রজিত্‌কে পরাজয় কত্তে পার্‌বেন।

লক্ষ্মণ। কি বোল্‌বো, বেটা মেঘের আড়ে লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করো গেছে। বেটার একবার নাগাল পাই ত মুণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলি।

রাম। মিত্র! তুমি যে মায়ারূপী তা আমি উত্তমরূপে জানি, কিন্তু যেখানে লক্ষ্মণকে নিয়ে যাবে সেখানেত সকলেই মায়াজানে, তা মায়াবীর নিকট মায়া কোন্‌কাজের হবে? তারাত তোমার মায়া বুঝ্‌তে পারবে?

বিভী। না প্রভো! তা পারবেনা আমাদের মায়ার বিশেষ আছে। সমকক্ষ আর নীচ পদস্থ ব্যক্তির মায়াই বুঝ্‌তে পারাযায়, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মায়া বুঝ্‌তে পারা যায়না। ঠাকুর! চিন্তা কোরবেন্ না, আমার মায়া রাবণ ভিন্ন লঙ্কায় আর কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বেনা, ঠাকুর! আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই। শুন্‌লাম ইন্দ্রজিত্ এবার নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গকরো যুদ্ধে আস্‌বে, বেটাকে সেই অবকাশে ধত্তো হবে. বেটা সেই সময়ে নিরস্ত্র থাক্‌বে। তা নাহলে তার নিধনের আর উপায় নাই। একেত সে মহা ধনুর্দ্ধর, তাতে যদি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কত্তো পায়, তাহলে সমস্ত ত্রিভুবন মিলেও তাকে পরাজয় কত্তো পার্‌বেনা।

(দূরে হনূমানের প্রবেশ।)

লক্ষণ। হনূমান এমন সময় এত ত্রস্ত আস্‌ছে কেন ?

রাম। তাইত, লক্ষণ ! ত্বরায় প্রস্তুত হও, বুঝি আবার কোন বীর যুদ্ধে এসেছে।

হনূ। প্রভু ! প্রণাম করি।

রাম। কল্যাণ হোক্, বাছা হনূমান সমাচার কি ? আবার কি কোন বীর যুদ্ধে এসেছে ?

হনূ। না প্রভু ! যুদ্ধে কেউ আসে নাই—আসে নাই-ইবা কেমন করে্য বোল্‌বো।

রাম। তবে কে এসেছে আর তার সঙ্গে কত সেনা আছে ?

হনূ। সঙ্গে সেনা কিছু নাই।

লক্ষণ। শীঘ্রই বলনা, কাণ্ডটাইকি ? যা বোল্‌বে তা এক বারেই বল ?

রাম। তবে এসেছে কে ?

হনূ। প্রভু ! গোটা কতক স্ত্রীলোক এসেছে—স্ত্রীইবা কেমন করে্য বোল্‌বো।

রাম। সে আবার কি ?

লক্ষণ। (জনান্তিকে) আঃ কি বিপদ। রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধেত এত ক্লেশ হয় নাই, এবানর-বিপত্তি কবে যাবে ?

হনূ। প্রভু ! তাদের আকৃতি স্ত্রীলোকের বটে, প্রকৃতিত তেমন নয়। তাদের বেশ ভূষার কথাই বা কি বোল্‌বো, কোমর বেন্ধে এক এক রাঙা শাড়ি পরেছে, কোমরবন্ধে এক এক অসি ঝুলিয়েছে, বাঁ হাতে এক এক ধনু, পিটে এক একটা তূণ আর ডান্‌হাতে এক এক শূল আর প্রভু ! তাদের

গায়ে যে কি সব চক্ মক্ কচ্চে দেখ্‌লে চোকে ধাঁদা লাগে। যখন তারা ধনুকে টঙ্কার দিয়ে ঝম্ ঝম্ করো এল, তখন তাদের দেখে কেনা চম্‌কে উঠেছিলি? ভাব্‌লাম একি আবার অসুর নাশ কত্তো ভগবতী দল বল সঙ্গে অবতীর্ণ হলেন;

রাম। তার পর?

হনু। তার পর তাদের মধ্যে একজন (উংবেটির কি চোক্ মুখ ঘুরুনি) বল্লে "ওরে বানর তোদের রাম কোথায়?" আমি বল্লেম, প্রভু, শিবির মধ্যে আছেন, তাতে সে বল্লে "তবে তোর প্রভুকে এই সংবাদ দে, দানব রাজ-নন্দিনী মেঘনাদ গৃহিণী প্রমীলা সুন্দরী পতি সন্দর্শনে প্রমোদ কানন হতে লঙ্কায় যাবেন, দ্বারে দণ্ডায় মান আছেন, দ্বার না ছেড়ে দিলে যুদ্ধ কত্তো প্রস্তুত আছেন, এই দুইয়ের যা ইচ্ছা হয় করুন"।

রাম। মিত্র বিভীষণ! যেরূপ শুন্‌লাম এত সামান্য মেয়েনয়। মিত্র! তোমার লঙ্কাত মায়া ময়, এ আবার কি মায়া?

বিভী। প্রভো! এ কিছু মায়া নয়, প্রমীলার অতুল প্রতাপ, একেত দানব রাজ কাল নেমীর দুহিতা, তাতে আবার শক্তির বরে শক্তি অংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁরত সামান্য শক্তি নয়।

রাম। হনূমান! প্রমীলা সুন্দরীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবে আর তাঁকে বোল্‌বে "রাম মহারথী কুলে জন্ম গ্রহণ করে-ছেন মহা রথীর ধর্ম্ম তিনি উত্তম রূপে অবগত আছেন, তুমি যে বল বিক্রম ও পতি ভক্তির পরিচয় দিয়েছ তাতে তিনি যার পর নাই সন্তুষ্ট হয়েছেন, তুমি অবলা জাতি, অবলা জাতিকে সতত রক্ষা করাই বীরের ধর্ম্ম। তোমার সঙ্গে

যুদ্ধে তাঁর কি পৌরুষ বাড়বে, দশাননই তাঁর শত্রু, তাঁর ধ্বংশের নিমিত্তই তিনি এখানে এসেছেন, স্ত্রী জাতির অবমাননা কত্তে আসেন নাই। সুন্দরি! স্বচ্ছন্দে লঙ্কায় প্রবেশ করে পতি সন্দর্শন কর"।

হনূ। প্রভু! তবে বিদায় হই, প্রণাম।

(হনূমানের প্রস্থান।)

বিভী। প্রভো! চলুন আমরা শিবিরের দ্বারে বসে প্রমীলার লঙ্কায় প্রবেশ দর্শন করি, দেখ্‌লে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

(সকলের প্রস্থান।)

(মৃদু বাদ্য ও প্রমীলার সহচরীগণ সহ প্রবেশ ও প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্ক।

অশোক বন

সীতার প্রবেশ।

সীতা। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি পাত করিয়া) চেড়ীগণ সব কোথায় গেল? কারেও যে দেখিনা, (এক দিকে কর্ণপাত করিয়া) গীত বাদ্যের রব শুন্‌চি, লঙ্কায় কি আজ্‌ কোন মঙ্গলোৎসব? হায়! (উপবিষ্ট হইয়া) বুঝি প্রভুর কি অমঙ্গল ঘটেছে! হা! হত ভাগিনি সীতে! তোর জন্যে প্রভু আমার কি যন্ত্রণা না ভোগ কল্লেন। তুই কি তাঁর এ যন্ত্রণার যোগ্য?

হা বিধাতঃ! তুই সুখী না কল্লে, কি কেউ সুখী হতে পারে? রাম পতি, আর লক্ষ্মণ দেবর পেয়েও আমি সুখের মুখ দেখ্‌তে পেলাম না, হা নাথ! তোমার সেই সহাস্য বদন কি কখন আর দেখ্‌বো?—আর কখন কি তোমার সেই সুধাসিক্ত প্রেম ময় বচন শুন্‌বো? হায়! আমি কি কুক্ষণে সেই সুবর্ণ মৃগ অভিলাষ করো ছিলাম। হে দেবর লক্ষণ! কি কুক্ষণে তোমাকে ভৎর্সনা করো প্রভুর অন্বেষণে পাঠিয়ে ছিলাম। সেই সুবর্ণ মৃগই আমার কাল হলো, রে দারুণ বিধি! দুঃখানলে পূর্ণাহুতি দিবারজন্যই কি তুই সীতার সৃজন করেছিলি? হে জীবিতেশ্বর! তুমি যে সীতাকে নিমিষে হারাতে, তুমি যাকে হৃদয়ে ধরোও তৃপ্তি বোধ কত্তো না—হে দেবর লক্ষণ! ছায়ার মত অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, তুমি যার সেবায় রত ছিলে সেই সীতা, সেই রাম-হারা কাঙ্গালিনী আজ এই নিশীথ সময়ে একাকিনী এই রাক্ষস বেষ্টিত অরণ্য মধ্যে রোদন কচ্চে।

(দূরে সরমার প্রবেশ।)

হে সীতা নাথ! এই সময় এক বার এসে সীতার চক্ষের জল মুচাও! সীতার জীবন সার্থক হোক্।

রাগিণী গারাভৈরবী—তাল মধ্যমান।

কোথা হে এসময় রহিলে দয়াল রাম।
কাঁদে দুঃখিনী জানকী দেখ আসি গুণধাম॥

হয়ে রাজার নন্দিনী, রাজাধিরাজ গৃহিণী,
রয়েছি হয়ে বন্দিনী; দুরন্ত চেড়ীর দাপে,
সদা আমার হিয়া কাঁপে, ধরি প্রাণ, এ বিপদে
স্মরি তব অভয় নাম ॥

সরমা। (হা নিষ্ঠুর রাবণ! তোমার মনে এই ছিল?)

তবসঙ্গে অভিলাষে, ধরিনু বাকল বাসে,
আইনু বনে উল্লাসে; বিধাতার একি রঙ্গ,
তাতেও সে হলো বৈরঙ্গ, করিল সে খেলা সাঙ্গ
দাসীর প্রতি হয়ে বাম ॥

সরমা। (নিকট আসিয়া) দেবি! প্রণাম করি! (সীতা চকিত হইয়া কুটীর গমনে উদ্যত) দেবি! ভয় করোনা আমি চেড়ী নই, আমি সরমা, তোমার চরণের দাসী।

সীতা। এস এস, সরমে! লঙ্কার মধ্যে তুমিই আমার এক মাত্র হিতৈষিণী, যেজন মম-দুঃখিনী তাকে দেখলেও দুঃখের অনেক শান্তি হয়। সরমে! বোলতে পার নগরে আজ কিসের উৎসব; আমার প্রাণ তাতেই বড় ব্যাকুল হয়েছে, প্রভুরত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই?

সরমা। দেবি! আশঙ্কা করোনা তাঁদের কোন অমঙ্গল ঘটেনাই; কাল্ ইন্দ্রজিত সংগ্রামে যাবেন, তাই পুরবাসী গণ আনন্দে মত্ত হয়েছে, মনে করেছে, রাম—লক্ষ্মণের আর নিস্তার নাই।

সীতা। সরমে! ইন্দ্রজিতের নাম শুনে যে আমার হৃদয় কম্পিত হলো; সেই দুরাত্মা কি আবার যুদ্ধে যাবে?

সরমা। দেবি! ভয় করোনা, সে দুরাত্মার কাল নিকট হয়েছে, আমি পতি মুখে শুনেছি রামলক্ষ্মণের হাতে রাবণ সবংশে বিনষ্ট হবে; কেউ রক্ষা পাবেনা। দেবি! সেদিন আর বড় অন্তরে নাই, যে দিন তোমাকে রামের বামে—অবলোকনে দেখে নয়ন সার্থক কোরবো।

সীতা। সরমে! সেদিন কি হবে? (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও রোদন)।

সরমা। রাগিনী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

না কাঁদ না কাঁদ দেবি সম্বর নয়ন জল।
অন্ত প্রায় দুখনিশি সুখ রবি উদয় হলো॥
ত্যজ মনের হুতাশ, অন্তরে কর আশ্বাস,
যুড়াবে হৃদয়ে ধরি, শ্রীরাম পাদ কমল॥
দূর্ব্বাদল শ্যাম পাশে, হবে বসিবে সুহাসে
তুমি স্থির সৌদামিনী রাম জলদ সজল॥

সীতা। সরমে! তোমার কথা আমার মনের ন্যায় জ্ঞান হচ্চে, সে দিন কি হবে? প্রভু আমার দুস্তর সাগর অবলীলায় অতিক্রম করেছেন, তিনি যে এই দুর্জ্জয় রাক্ষস কুল পরাজয় করে এ অভাগিনীকে উদ্ধার কোরবেন সে যে আমার মনে আসেনা।

সরমা। রাক্ষস কুল ধ্বংসের আর বাকি কি আছে? রাবণ আর ইন্দ্রজিত এই দুইজন গেলেই ফুরাল।

সীতা। সরমে! আমার বড় ইচ্ছা তুমি মাঝে মাঝে আমার নিকট এস, আমি তোমাকে দেখ্‌লে মনে বড় প্রীতি পাই।

সরমা। ভগবতি! তোমার ও রাঙা চরণ দর্শনে কি দাসীর অনিচ্ছা? কিন্তু কি করি আমার কি সর্ব্বদা আস্‌বার যো আছে, দুষ্ট দশানন জান্‌লে কি আর আমার প্রাণ রাখবে, আজি উৎসব উপলক্ষে চেড়ীগণ তোমাকে একা রেখে গেছে জেনে এই সুযোগ পেয়ে একবার চরণ দর্শন কত্তে এলেম।

সীতা। তাই বুঝি চেড়ীগণ এখানে কেউ নাই।

সরমা। না যাবে কেন; বাঘিনী যেমন হীনপ্রাণা হরিণীকে যথা ইচ্ছা রেখে নিশ্চিন্ত মনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, চেড়ীগণ আজ সেই রূপ জ্ঞান করো, তোমাকে একাকিনী ফেলে নিঃশঙ্ক মনে প্রস্থান করেছে।

সীতা। সরমে! সত্যই বলেছ—

(নেপথ্যে)

(১) আলো মুণ্ডমালিনী! তুইও কি গেছিলি সীতার নিকট কি কেউ নাই?

(২) সর্ব্বনাশ করেছিস্! দেখ ভাগ্যে কি ঘটে।

সরমা। দেবি! চেড়ীগণ আস্‌ছে যে, প্রণাম, আমি চল্লেম (ব্যস্ত হয়ে প্রস্থান)।

সীতা। সরমে! এ অভাগিনী কে মনে রেখ—(স্বগত) আমিও কুটীরে যাই।

(সীতার প্রস্থান)

(বিকট দশনা মুণ্ডমালিনী এবং উর্দ্ধনেত্রার প্রবেশ।)

মুণ্ড। কেন কোন্ আমারই কি দোষ—তোমরা সবাই গেলে আমি একা কেমন কোরে থাকি?

উর্দ্ধ। সর্ব্ব নাশ! কচি খুকি! একা কেমন ক'রে থাক্বেন, রাজা টের পেলে এখনই দেখিয়ে দেবে—

বিকট। চল্, চল্, আর এখানে থোক্লে কি হবে, দেখিগে কপালে কি ঘটেছে, উঃ সব দেখা যে খুরে গেল। (সকলের প্রস্থান।)

২ য় গর্ভাঙ্ক।

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে লম্বকর্ণ প্রহরী রূপে দণ্ডায়মান)।

(যুদ্ধবেশে বিরূপাক্ষের প্রবেশ।)

লম্ব। (ধনুকে বাণ যুড়িয়া) কোন্ হ্যায় জাবাব্ দেও।

বিরূ। জয় লঙ্কাধিপতি কি জয়।

লম্ব। প্রভু বিরূপাক্ষ! আসতে আজ্ঞা হয়।

বিরূ। কেমন ধনুর্দ্ধর—পাহারা সব ঠিক্।

লম্ব। হাঁ প্রভু! সব ঠিক্—কিন্তু প্রভু বোল্তে কি, আমার হৃৎকম্প হচ্চে। কি ভয়ানক রাত্রি! মহারাজের সঙ্গে রামের যুদ্ধ আরম্ভ অবধি এত দিন রাত্রে পাহারা দিচ্চি, কিন্তু এমন ঘোর ভয়ানক রাত্রি ত কখন দেখি নাই; কাল পেঁচার কলরবে ত আর কাণ পাত্তে পারা যায় না, শকুনি গৃধিনী—জানতাম রাত্রে নিদ্রা যায়—কালে কালে কি সকলই উল্টো হলো। এই মহা ঘোর নিশি, এতেও তাদের উচ্চ কোলাহলে কর্ণ বিদীর্ণ হচ্চে, আবার মধ্যে মধ্যে এক একটা আর্ত্তনাদ—কি ভীষণ শব্দ! একে বারে শরীর রোমাঞ্চ করে৷ অন্তর ভেদ কর্য্যে যেন মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধছে, নিকটেই শুনতে পাচ্চি, কিন্তু কে যে এই মর্ম্ম ভেদী আর্ত্তনাদ কচ্চে দেখ্তে পাই না। এ সকল নিতান্ত অমঙ্গলের লক্ষণ—লঙ্কার আর—

বিরূ। লম্বকর্ণ! আজকার রাত্রের কাণ্ড কারখানা দেখে তুমি কি আমিও কাঁপছি। যখন পূর্ব্বদ্বারে প্রহরীদের নিকট পাহারার সংবাদ নিচ্চি, হঠাৎ দেখলাম একটা অগ্নি ধু ধু করে৷ রাজবাটীর দিকে জ্বলে৷ উঠল—উঃ তার কি জ্যোতিঃ! চোখ দুটো একেবারে ঝলসে গেল——এখনও যেন ধাঁদা লেগে রয়েছে। আমি অমনি তৎক্ষণাৎ একজন প্রহরীকে বৃত্তান্ত জানতে পাঠিয়ে দিলাম। মনে এই বড় আশঙ্কা হলো বুঝি বানরগুলো কোন সুযোগে লঙ্কায় প্রবেশ করে৷ আবার আগুন লাগিয়ে দিলে। প্রহরী ফিরে এসে বল্লে৷ "সমুদায় নগর ঘুরে এলেম আগুন কোথাও দেখতে পেলেম না। এ কি মায়া অগ্নি! ধনুর্দ্ধর! তুমি যা বলেছ, এ সকল অমঙ্গলের লক্ষণ। লঙ্কার আর নিস্তার নাই।

লম্ব। অদ্ভুত কাণ্ড! এত দিনে লঙ্কা ডুবলো——মহাশয়! আজ যে আপনি নিজে দ্বারে দ্বারে পাহারার তদারক করে৷ বেড়াচ্চেন।

বিরূ। হাঁ আমি এবং তালজঙ্ঘ উভয়ে গোপন ভাবে আজ পাহারার তদারকে বেরিয়েছি। আজ অতিশয় সতর্ক হয়ে৷ দ্বার রক্ষা করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

লম্ব। প্রভু! সে প্রয়োজন কি? এ ভৃত্য কি তা শুনবার অযোগ্য!

বিরূ। ধনুর্দ্ধর! এমন কি প্রয়োজন আছে, এমন কি মন্ত্রণা হতে পারে, যে তোমার মত রাজভক্ত, সাহসী বীর তা শুনতে অযোগ্য! যে প্রয়োজনে এত কড়াকড় পাহারার আবশ্যক তা এই——কুমার ইন্দ্রজিত আজ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ কোরবেন, ব্রহ্মার বর আছে যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে সংগ্রামে গেলে কুমার ত্রিভুবন জয়ী হবেন। কিন্তু যদি যজ্ঞ কালে কেউ তার বিঘ্ন জন্মায় তবে তারই হস্তে বিনষ্ট হবেন, জানি কি যদি শত্রু পক্ষ যজ্ঞের সংবাদ পেয়ে তার বিনাশের

উদ্যম করে, তাই নিবারণের জন্যেই আজ এত পাহারার ধুমধাম পড়ে গেছে।

লম্ব। না জানি কাল্‌কের সংগ্রামে কি হয়।

বিরু। আর কি হবে? না হয় কুমার রাম লক্ষ্মণকে নিধন করো এলেন তাতেই বা কি?

লম্ব। হাঁ মহাশয়। তাতেই বা কি? আর দুবার ত রাম লক্ষণকে—

তাল। কোন্ হ্যায়?

(তালজঙ্ঘের প্রবেশ।)

বিরু। (চকিত হইয়া) খাড়া রহ।

লম্ব। নাম কহ?

তাল। জয় লঙ্কাধিপতি কি জয়।

বিরু। তাল জঙ্ঘ! এস আমি তোমার প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ বসে আছি।

তাল। বিরূপাক্ষ! যে দেখেছি—(বিরূপাক্ষের হাত ধরিয়া আপন বুকে দিয়া) দেখ ভাই। এখন ও বুকদুড়-দুড় কচ্চে।

বিরু। ব্যাপার টা কি?—তাইত কাঁপ্‌চ যে মুখ-বিবর্ণ হয়েছে যে?

তাল। ভাই বোল্‌বো কি, মনে কত্তে ও হৃৎকম্প হচ্চে, উঃ কি ভীষণ মুর্ত্তি! এক দল সব মাতা কাটা, কাট গলা দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে, যেন একবারে হাজার ফোয়ারার মুখ খুলে দিয়েছে, কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! ঝড়ের মতন স্বন্ স্বন্ করো একটা শব্দ উঠ্‌লো, চেয়ে দেখলেম এই কাণ্ড, আমার নিকট দিয়ে গেল, যদি উপরে পড়ত উঃ উঃ উঃ—

(কম্প)।

বিরু। (বুকে হাত দিয়া) ভয় কি? ভয় কি?—

তাল। পশ্চিম দ্বারের উপর দিয়ে যেন উড়ে গেল। আমি যে কেমন করো্যে এই টুকু এলেম তা আমার সংজ্ঞা নাই।

লম্ব। বীর বিরূপাক্ষ! ইন্দ্রজিতের এবার নিশ্চয়ই মরণ। কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর আগে রাত্রে ধুম্রলোচন এই রূপ একদল কবন্ধ দেখেছিল, তা আমায় বলেছিল।

বিরু। হাঁ তা হতে পারে। ইতিহাসে এরূপ পড়া যায়, কোন মহান্ পুরুষের মৃত্যুর পূর্ব্বে নানা প্রকার বিভীষিকা দৃষ্ট হয়।

তাল। বিরূপাক্ষ! দক্ষিণ দ্বার দেখ্‌তে এখন ও আমার বাকি আছে, তা আমি ও ভাই, আর একা যেতে পার্‌বোনা।

বিরু। আচ্ছা লম্ব কর্ণ তোমার সঙ্গে যাচ্চে, আমি একবার নগর মধ্যটা দেখে আসি।

(বিরূপাক্ষের এক দিকে ও লম্বকর্ণ ও তাল জঙ্ঘের অপর দিকে প্রস্থান।)

৩য় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রজিত ও প্রমীলার প্রবেশ।

ইন্দ্রজিত্। প্রিয়ে! একি শুন্‌লাম আমার হৃদয় যে বড় আকুল হলো, আমি যে মনে বড় ব্যথা পেলেম্—

প্রমীলা। কি শুন্‌লে নাথ! এমন কি শুন্‌লে যে—

ইন্দ্র। প্রিয়ে! এই মাত্র যে তুমি "হায় আমার কি হলো" বলো্য যে কি নিদারুণ স্বরে রোদন করো্য উঠ্‌লে তা তো

বোল্‌তে পারিনা। সে "হায় আমার কি হলো" রব যে এখন ও আমার কানে বাজ্‌চে, এখনও আমার অন্তর বিদীর্ণ কচ্চে।

প্রমী। আমি কি রোদন করেছি নাথ! কৈ তা তো আমি—

ইন্দ্র। প্রিয়ে! তোমার বদন বিবর্ণ—দেখ্‌ছি কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম, চক্ষু আরক্ত, নিশ্বাস ঘন ঘন বচ্চে। প্রিয়ে! তোমার এ দশা দেখে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হচ্চে, আমার প্রাণ যে কণ্ঠাগত প্রায় হলো—

প্রমী। নাথ! ক্ষান্ত হও, আর এমন কাতরোক্তি করোনা, তোমার কাতর ভাব দেখে আমার প্রাণ যে আরও কাঁদে, তোমার ম্লান মুখ দেখ্‌তে কি আমার সাধ? তা বিধি বাদ্‌ সাধ্‌লে কি কোরবো?

ইন্দ্র। প্রিয়ে! তোমার মুখে আজ এমন নিদারুণ কথা শুন্‌চি কেন? তুমি হাস্য কৌতুক ভিন্ন যে কিছুই জান্‌তেনা আমি তোমাকে সেই জন্যে যে আনন্দময়ী নাম দিয়েছিলাম। প্রিয়ে! আজ তোমার—সেই—আনন্দ কোথায়? তুমি যে একেবারে নিরানন্দ সাগরে মগ্ন হয়েছো!

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

বল প্রাণ প্রিয়ে বল একি কারণ।
দহে হিয়া হেরিতব বিরস বদন॥
বহে শ্বাস ঘন, হেরি সজল নয়ন, বিবর্ণ বরণ;
তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমা হতে প্রাণ ধরি।
তুমি দহিলে সুন্দরী, বাঁচে কি জীবন॥

প্রমী। নাথ! আমি কেন এত কাতর হয়েছি, তা তোমাকে কেমন করো বোল্‌বো, আর তুমিই বা তা কেমন করো শুন্‌বে?

ইন্দ্র। প্রিয়ে! তুমি কি দেখ নাই—নদী গর্ভে প্রবল বান প্রবেশ কল্লো নদী সেই বন্যার জল কতক দুই কূল ভূমিতে আর কতক সমুদ্র গর্ভে ত্যাগ করো আপন গর্ভভার লাঘব করে।

প্রমী। প্রাণেশ্বর! তুমি যথার্থই বলেছ তোমারে যদি না বোল্‌বো তা আর কারে বোল্‌বো, তুমি আমার সুখের ভাগী এবং দুঃখেরও ভাগী, জল নির্ম্মলই হউক বা কর্দ্দমময়ই হোক্ নদী তা সাগরকে বৈ আর কারেও সমর্পণ করেনা। নাথ! আমি ভাল মতে জানি—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

অবলার পতি সম নাহি অন্য ধন।
না প্রকাশি পতি পাশে কি আছে বেদন॥
পতির চরণ, করি হৃদয়ে ধারণ,
নাশি দুখ অনুক্ষন,
পতি মুখ দরশনে, থাকি প্রফুল্লিত মনে,
রবি উদয়ে গগনে নলিনী যেমন॥

নাথ! তোমারে না বলো আর কারে বোল্‌বো? আমার এ দুঃখের ভার আর কে গ্রহণ কর্‌বে?

ইন্দ্র। সুন্দরী! বল বল আর বিলম্ব করোনা। তোমার সুধা মুখের উক্তি বলো দারুণ দুঃখের কাহিনীও শুন্‌তে আমার লালস হচ্চে। আহা! এইজন্যই বুঝি চাতক নদীর সুশীতল জল তুচ্ছ করো কখন কখন যেরক্ত ধারা বৃষ্টি হয়

তাও মেঘের ধারা বল্যে আদরে পান করে। প্রিয়ে! বল বল।

প্রমী। নাথ! বোল্‌বো আর কি, একটী বড় কুস্বপ্ন দেখেছি।

ইন্দ্র। প্রেয়সি! আমি ও তাই অনুমান করেছি!

প্রমী। সেই কুস্বপ্ন দেখে অবধি আমার প্রাণ কাঁদ্‌ছে, মন বড় চঞ্চল হয়েছে,

ইন্দ্র। (ঈষদ্ধাস্য করিয়া) প্রিয়ে! স্বপ্ন দেখে ব্যাকুল হলো আমাদের দুঃখের কি আর ইয়ত্তা থাকে?

প্রমী। নাথ! উপেক্ষা করোনা, মনদিয়ে শোন—শয়ন কর্‌বার পর তুমিত নিদ্রা গেলে, আমার আর ঘুম্‌ আসেনা—

ইন্দ্র। প্রিয়ে! তুমি জেগেছিলে? আহা! আমাকে যদি জাগাতে ——

প্রমী। নাথ! তুমি এই প্রভাতে যুদ্ধে যাবে, তাই ভেবে আর জাগাইনি—ঘুমুত আসেনা, মনে মনে যে কত খানা দেখ্‌তে লাগ্‌লেম তা বলো শেষ করা যায়না—প্রথম দেখ্‌লাম শ্বশুর মহাশয় যেন সীতাকে রথে নিয়ে লঙ্কায় এলেন। আহা! সীতা যে কত বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলেন, নাথ! কি আশ্চর্য্য! সীতার করুণস্বর যেন স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো—

ইন্দ্র। হাঁ, তা হয়, কোন বিষয় একাগ্র হয়ে চিন্তা কল্লে ঐরূপ হয়। শব্দ হচ্চেনা তবু যেন শোনা যায়, আর কিছু সম্মুখে নাই তবু যেন দেখা যায়।

প্রমী। সীতার রোদনে আমি আর চক্ষের জল রাখ্‌তে পাল্লেমনা। নাথ! সীতার প্রতি এরূপ অত্যাচার করা শ্বশুর মহাশয়ের কিছু উচিত হয় নাই। আহা! অবলা সীতা কি জানে?

রাম লক্ষ্মণই অপরাধী—তাদের দণ্ড দেওয়াই উচিত ছিল তা না করো—

ইন্দ্র। প্রিয়ে! পিতার আজ্ঞা পালন করাই আমাদের কাজ. তাঁর কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করা আমাদের কাজ নয়। তার পর কি দেখ্‌লে বল।

প্রমী। তার পর দেখ্‌লাম, রাম বানর সেনা নিয়ে লঙ্কা বেষ্টন কল্লেন, কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, মকরাক্ষ, বীরবাহু প্রভৃতি বড় বড় বীর ক্রমে ক্রমে যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু কেউ আর ফিরে এলেন্‌না। এই সকল দেখে মনে বড় আশঙ্কা হলো, ভাব্‌লাম যখন ক্রমে ক্রমে লঙ্কার সকল বীর মরো গেলেন তখন যে আমার প্রাণেশ্বর রক্ষা পাবেন তার আর ভরসা কি? এইটী মনে করিবা মাত্র "খুড়ো হয়ে তোমার এই কাজ" তুমি এই কথাটি নিদ্রা বেশে বলো উঠ্‌লে, নাথ! তা শুনে আমার বুক্‌টা একেবারে চম্‌কে উঠলো। তুমি কি তখন কিছু স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে?

ইন্দ্র। (অন্য মনস্ক ভাবে) হুঁ, তা হবে, বল বল, তার পর?

প্রমী। নাথ! তোমাকে যেন অন্য মনস্ক দেখ্‌ছি—(গলদেশ ধারণ)

ইন্দ্র। না,—না,—অন্য মনস্ক হইনাই. ভাব্‌ছিলাম, যে রাত্রি প্রায় শেষ হলো—তার পর কি হলো?

প্রমী। তার পর ভাব্‌লাম, দূর্‌হোক আর এসকল কুচিন্তা কোরবো না, একবার মহামায়ার চরণ ধ্যান করি. ধ্যান কত্তে কত্তে আমার নিদ্রা এলো। দেখ্‌লাম নগরের পশ্চিম দিকে একখানা কালো মেঘ উঠেছে, নাথ! এমন আঁধারে কালোত কখন দেখিনাই। মেঘখান দেখ্‌তে দেখ্‌তে নগরের উপর

দিয়ে পূর্ব্ব দিকে নেমে পড়্যে একটা নিবিড় বন আচ্ছন্ন কল্ল্যে।

ইন্দ্র। প্রিয়ে সেই বন মধ্যে বৃক্ষভিন্ন আর কিছু দেখেছিলে ?

প্রমী। হাঁ নাথ! সেখানে একটী সুন্দর দেউল দেখেছিলাম, লঙ্কার পূর্ব্ব দিকে এমন কি কোন বন আছে ?

ইন্দ্র। (চিন্তিত ভাবে) হাঁ আছে, সে বন তুমি দেখনাই, বল তার পর ?

প্রমী। সে মেঘ খান ক্রমে ক্রমে ভূমে নেমে সেই দেউল আচ্ছন্ন কল্ল্যে, কিঞ্চিৎ পরেই একটা অতিপ্রখর জ্যোতিঃ দেখলাম আর তার সঙ্গে সঙ্গেই এক অতি ঘোর নিনাদ শুনলাম। সে অগ্নি আর সে শব্দ সামান্য বজ্রের নয়, তাতে তোমার প্রমীলার হৃদয় কম্পিত হয়েছিল; প্রাণেশ্বর! যার হৃদয়-বল্লভ বজ্রপাণি ইন্দ্রকে বেঁধে ইন্দ্রজিৎ নাম ধরেন, তার হৃদয় কি সেই ইন্দ্রের বজ্রনিনাদে কম্পিত হয়? (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) হা প্রাণেশ্বর! তার পর আমি যে কি দেখলাম তা বোল্‌তে যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হা নিষ্ঠুর স্মৃতি! তুই আমারে ত্যাগ কর্, যেন আমি সে সকল ভুলে যাই।

ইন্দ্র। কেন প্রিয়ে এত অধৈর্য্য হলে কেন? এমন কি দেখেছ?

প্রমী। হা নাথ! তুমি কি এ দাসীরে ত্যাগ কোর্‌বে? (হস্তধারণ)

ইন্দ্র। প্রিয়ে! তোমার ব্যাকুলতা দেখে আমি যে অতিশয় কাতর হলেম।

প্রমী। (ইন্দ্রজিতের হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ! এই ভিক্ষা দাও তুমি এবার যুদ্ধে যাবেনা দাসীর নিকট এই অঙ্গীকার

কর ; হায় প্রাণেশ্বর ! আমি কি সে মেঘ দেখেছি ? না, কাল বুঝি মেঘরূপে তোমাকে গ্রাস কত্তে এসেছে।

(রোদন)

রাগিনী—বেহাগ—তাল জৎ।

নাথ, ভাবে বুঝি হারানু তোমায়।
কেন, সহসা চৌদিক হেরি অন্ধকার ময় ॥
তব পুর্ণ চন্দ্রানন, কিলাগি হলো এমন,
এই দেখি এই যেন, মেঘেতে লুকায় ॥

নাথ ! সেই জ্যোতির প্রভাবে দেখ্‌লাম যেন মেঘের মধ্যে এক জটাধারী নবীন পুরুষ প্রচণ্ড অসি আস্ফালন করো তোমাকে আক্রমণ করেছে, তুমি নিরস্ত্র, খুড়া বিভীষণ আর নাথ ! সেই ঘরপোড়া তোমার পথ অবরোধ করেছে।

ইন্দ্র। (রুমাল দিয়া ভ্রূ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া) এ অতি অদ্ভুত স্বপ্ন।

প্রমী। আবার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো ; কিছু পরে পূর্ব্বের মত জ্যোতিঃ এবং সেই সঙ্গে শব্দ হলো, এবারে দেখ্‌লাম-হা দারুণ বিধি ! এও আমারে দেখালি, একথাও আমার মুখ দিয়ে বলালি—তোমার দেহ ম—স্ত—

(রোদন ও মূর্চ্ছা।)

ইন্দ্র। প্রিয়ে ! একি, স্বপ্ন দেখে এত ব্যাকুল ও অভিভূত ! (স্বগত) কি পরিবর্ত্তন ! পূর্ব্বেতো এতদূর ভয়ার্ত্ত কখনই দেখিনাই, (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে উঠ, উঠ, যাত্রা কালে তোমার এ উচিৎ নয়।

(প্রমীলার চেতন প্রাপ্ত)

প্রিয়ে! এ অতি অদ্ভুত স্বপ্ন! তা এত স্বপ্ন বৈত নয়? স্বপ্ন দেখে এত ব্যাকুল হলে কেন?

প্রমী। নাথ! স্বপ্ন বটে, কিন্তু স্বপ্নটী যে আমার মর্ম্মে লেগেছে, প্রাণেশ্বর! আমার কথা রাখ, তুমি এবার যুদ্ধে যেতে পাবে-না। আমাকে অনুমতি কর, আমিত তোমার দাসী, আমি রাম লক্ষ্মণকে বেঁধে এনে তোমার চরণে সমর্পণ করি।

ইন্দ্র। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) প্রিয়ে! তুমি স্বপ্ন প্রভাবে একেবারে হত জ্ঞান হলে? একি সঙ্গত কথা? আমি গৃহে থাক্‌বো আর তুমি আমার হয়ে সংগ্রামে যাবে? পিতা শুন্‌লে কি বোল্‌বেন? দেবরাজ ইন্দ্র শুন্‌লে যে কত টিট্‌কিরি দিয়ে হাস্‌বে?

প্রমী। তোমার বীরত্ব কি দেবরাজের অগোচর আছে? তাই তোমাকে হীনসাহস বলে উপহাস কোর্‌বেন? নাথ! মহামায়ার কৃপায় আমি যে শক্তি পেয়েছি আমার নিতান্ত বাসনা লোকে তার প্রচার করি। নাথ! অনুমতি কর মহাবীর রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে সংগ্রামে সেই শক্তিদত্ত শক্তির পরিচয় দিই, এমন সুযোগ আর পাবনা।

ইন্দ্র। প্রমীলে! তোমার শক্তির পরিচয় দিতে কি এখনও বাকি আছে? আমি ইন্দ্রকে বেঁধে ইন্দ্রজিৎ, তুমি আমাকে বেঁধেছ।

প্রমী। ত্রিজটা আস্‌চে না?

ইন্দ্র। ত্রিজটে! এমন সময় কি নিমিত্ত!

ত্রিজটা। কুমার! দেবী আমাকে পাঠালেন। তিনি ভগবতীর মন্দিরে উপাসনা কচ্চেন, প্রমীলা সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধবেশে তোমাকে সেখানে যেতে বল্লেন, আশীর্ব্বাদ কোর্‌বেন।

ইন্দ্র। ত্রিজটে! জননীর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। প্রমীলে! তুমি ত্রিজটার সঙ্গে অগ্রসর হও, আমি যুদ্ধের সজ্জা কোরে পশ্চাৎ যাচ্চি।

(ইন্দ্রজিতের প্রস্থান।)

ত্রিজ। বাছা! তোমার চাঁদ বদন এমন মলিন দেখ্‌চি কেন?

প্রমী। ত্রিজটে। ও কথা আর আমাকে জিজ্ঞাসা করোনা, আমার মন বড় আকুল হয়েছে, আমি কেমন করো প্রাণেশ্বরকে যুদ্ধে বিদায় দিব।

ত্রিজটা। সেকি মা! তোমার মুখে এমন কথা! কুমার অন্য-অন্য বার যখন যুদ্ধে গিয়েছেন, আমিতো দেখেছি তুমি নিজ হস্তে তাঁকে সাজিয়ে দিয়েছ, এবার তাঁকে যুদ্ধে বিদায় দিতে এত কাতর? এ কেমন কথা?

প্রমী। ত্রিজটে! তা তোমাকে কি বোল্‌বো? অন্য অন্যবার আমি নিজ হস্তে তাঁরে সাজিয়ে দিয়েছি তাতো মিথ্যা নয়; আহা! প্রাণেশ্বরকে যুদ্ধের বেশ পরাতে কত ভাল বাসতাম। রণবেশে তার ভুবনোজ্জ্বল রূপ যেন দ্বিগুণ উজ্জ্বল হতো, এবার আমার মনে বড় আশঙ্কা হচ্চে। ত্রিজটে! চল আর বিলম্বে কাজ নাই দেবীর মন্দিরে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

(যুদ্ধবেশে ইন্দ্রজিতের পুনঃ প্রবেশ।)

ইন্দ্র। (স্বগত) প্রমীলাত বড় অদ্ভুত স্বপ্নের পরিচয় দিলেন। আমি ছিন্ন মস্তক, আর খুড়া আমার পথ অবরোধ করেছেন-আমিওত প্রায় ঐ রূপ স্বপ্ন দেখেছি আহা! প্রমীলা যখন

স্বপ্নের পরিচয় দেন তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে আর তাঁর কাতরোক্তি শুনে আমার চোকের জল যেন উথলে এলো. রুমাল দিয়ে তা কত কষ্টে ঢেকেছি, এস্বপ্নটি উপেক্ষার বিষয় নয়, এর নিগূঢ় অর্থ আছে। প্রমীলা যে বন ও দেউলের কথা বল্লোন, সেই বনে আর সেই দেউলে আমিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করো থাকি। উঃ (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)——
হৃদয় এত চঞ্চল হও কেন? কাল তোমার কি কোরবে, কীর্ত্তিই জীবের অক্ষয় জীবন, তুমি যে যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন কর্যেছিলে তাতে তুমি বাসনাতীত কীর্ত্তি লাভ করেছ, কালকে তোমার আর ভয় কি? সেতোমার সামান্য জীবন মাত্র অপহরণ কত্যে পারে তোমার কীর্ত্তিকে স্পর্শ কত্যেও পারেনা।

পঞ্চমাঙ্ক

(রামের শিবির)

(বিভীষণের প্রবেশ।)

বিভী। (স্বগত) ধন্য বীর রাম লক্ষ্মণ, ধন্য তোমাদের অস্ত্র শিক্ষা, ধন্য তোমাদের পরাক্রম! তোমাদের প্রচণ্ড প্রতাপে দেবজয়ী দুর্ব্বৃত্ত দশাননের গর্ব্বও খর্ব্ব হলো। লঙ্কায় আর বীর কে আছে? একে একে ত সকলেই এই সাগরের তীরে

গড়াগড়ি যাচ্ছে। এখন বাকি কেবল্ ইন্দ্রজিত্, ইন্দ্রজিত্! দেখ্‌ছি তোমারও মরণ নিশ্চয়! তুমি অগ্নির নিকট যে বর পেয়েছিলে, ভেবেছিলাম সেই বর প্রভাবে প্রকারে ত অমর হয়েছ। কিন্তু দেখ্‌লাম দেবচক্র বুঝা ভার—যে বিধাতা উৎকট রোগের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবার তার সঙ্গে সঙ্গেই সেই রোগান্তক ঔষধেরও সৃষ্টি করেছেন! চৌদ্দ বৎসর অনাহারী! এই কাল মধ্যে স্ত্রীর মুখাবলোকন করেন নাই এবং মুহূর্ত্তও নিদ্রা যাননাই, লক্ষ্মণ! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা, এবং ধন্য তোমার ভ্রাতৃ ভক্তি! আমি শুনে একেবারে আশ্চর্য্যে অভিভূত হয়েছি। ইন্দ্রজিত্! সুমিত্রার নন্দন নামে খ্যাত বল্যে অবজ্ঞা কর‍্যে যে লক্ষ্মণের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ কত্তো চাত্ত নাই—সেই সুমিত্রা নন্দন আজ্ তোমার সেই বীরদর্প চূর্ণ কর‍্যে "ইন্দ্রজিতান্তক" এই নিজ নামে জগদ্বিখ্যাত হবেন। দশানন! তুমি এত দিন সুমেরুর অন্তরালে ছিলে, আজ তোমার সেই সুমেরু ভূতলশায়ী হবে, তোমার মরণত এখন হাতের কথা—(সকোপে) রে দুরাচার! যে দিন তোর দশটা মুণ্ড এই সাগর তীরে গড়াগড়ি যাচ্চে দেখ্‌ব, সেই দিন তোর পদাঘাতের বেদনা আমি বিস্মৃত হবো। তোর হিতের নিমিত্ত সৎ পরামর্শ দিতে গেলেম্, পদাঘাত কি তার পুরস্কার হলো? (কর্ণ পাত করিয়া)। পাদ বিক্ষেপের শব্দ শুন্‌চি, বুঝি ভ্রাতৃদ্বয় এই পথে আস্‌চেন্ যিনি হউন এস্থানে এ সময়ে একাকী দেখা দেওয়া হবেনা।

(প্রস্থান।)

(রামলক্ষ্মণ ও হনুমানের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। প্রভো! আপনি এমন মৌন হয়ে রয়েছেন কেন? আপনি কি এখনও চিন্তা কচ্চেন?

হনূ। প্রভো! এত চিন্তা কি? ঠাকুর লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি বেটার মাতাটা নখে করো ছিঁড়ে ফেল্‌বো। চিন্তা কি?

রাম। (ঈষৎহাস্য করিয়া) বাছা হনুমান! তুমি বড় বীর আমি স্বীকার করি, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ যে কত বড় বীর তা তুমি বিশেষ জান না।

(বিভীষণের পুনঃ প্রবেশ।)

মিত্র! এসো, আমি যে অকূল সাগরে পড়েছি, এখন কিসে কূল পাই তার উপায় বল।

বিভী। প্রভো! আপনি অকূল সাগরে পড়েছেন আমি তার কূল দেখাব?

রাম। মিত্র! লক্ষ্মণকে লঙ্কায় পাঠাবার কাল যত নিকট হচ্চে আমার হৃদয় ততই ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছে। হা!—(দীর্ঘ নিশ্বাস) বুঝি দুঃখিনী জানকীর উদ্ধার করা হলোনা। আমি কেমন করো লক্ষ্মণকে লঙ্কামধ্যে পাঠাবো। মিত্রবর! বনে আস্‌বার কালে সুমিত্রা মাতা এই কথা বলো লক্ষ্মণকে আমার হাতে হাতে সঁপো দিয়েছিলেন। "রাম এই ধর, এই আমার প্রাণাধিক ধন তোমার হাতে তুলে দিলাম। লক্ষ্মণ তোমার বড় ভক্ত, এই কারণে বনে তোমার দোসর হবে বলো তোমাকে দিলাম। দেখো রাম, চোকে চোকে

রেখো এ দুঃখিনীর ধনকে যেন হারিয়ে ফেলনা, আবার যেন এমনি হাতে হাতে ফিরে পাই"।

বিভী। প্রভো! এ ভৃত্য সঙ্গে থাকলে বীর লক্ষ্মণের কোন বিঘ্ন ঘটবেনা। আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন, আমি আপনার সমীপে প্রতিজ্ঞা কচ্চি, বীর লক্ষ্মণকে যে অবস্থায় নিয়ে চললাম আবার সেই অবস্থায় আপনাকে প্রত্যপর্ণ কোরবো। সে ভার আমার রৈল।

হনু। প্রভো! এদাসত সঙ্গে থাকবে যদি তেমন কিছু দেখি, না হয় ঠাকুর লক্ষ্মণকে মাতায় করো এনে আপনার চরণে অর্পণ কোরবো। চিন্তা কি?

লক্ষ্মণ। ঠাকুর! চিন্তা ত্যাগ করো প্রসন্ন হয়ো আমাকে বিদায় করুন, আপনার আর্শীর্ব্বাদে তেমন শত ইন্দ্রজিৎকে পরাজয় করো আসবো মনে এমন সাহস হচ্চে।

রাম। লক্ষ্মণ! তোমার এ অতি দুঃসাহস। ইন্দ্রজিৎ সামান্য বীর নয়—সে মহা ধনুর্দ্ধর।

বিভী। প্রভো! ইন্দ্রজিৎ যে মহাবীর তার আর কোন সংশয় নাই। কিন্তু আপনাকে যা অবগত করেছি সে কৌশলে তার নিশ্চয়ই নিধন হবে।

লক্ষ্মণ। মিত্র বর! ইন্দ্রজিত্‌কে একবার সম্মুখ সংগ্রামে পেলেই বুঝতে পারি সে কেমন মহাবীর। আপনি তাকে কেবল আমার সম্মুখীন্ করো দেবেন আর দেখবেন বেটা যেন কোন রকমে মেঘের অন্তরালে যেতে না পারে তাহলে আমি বুঝব বেটার কত বিক্রম।

রাম। লক্ষ্মণ! আমি মিত্র বিভীষণের মুখে তার যেরূপ পরিচয় পেয়েছি সে অতি মহাবীর আর যখন তোমাকে তার সঙ্গে

যুদ্ধে পাঠাব মনে কচ্চি তখনই যেন তাকে সে যেমন বীর তা অপেক্ষা দ্বিগুণ জ্ঞান হচ্চে—

লক্ষ্মণ। সে বড় বীর বলে তাকে ভয় করবো, এই কি প্রভু! আপনকার ইচ্ছা? আপনি কি সে দিনের কথা বিস্মৃত হয়েছেন যে দিন বেটা আমাকে অবজ্ঞা করে্য আমার সঙ্গে যুদ্ধ কত্যে চায় নাই? প্রভো! সেই দিন হত্যে আমি যে কি মনেরজ্বালা ভোগ কচ্চি তা কে বুঝবে? ইন্দ্রজিতের শোণিত কিম্বা আমার প্রাণ পরিত্যাগ ব্যতিরেকে তার শান্তির কি আর অন্য উপায় আছে? প্রভো! মনে করে্য দেখুন আমরা কোন্ মহাকুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, পিতৃ-পিতামহগণ কি প্রতাপে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করে্য গেছেন? প্রভো! ভুবন বিখ্যাত রঘুকুলে জন্মে্য এবং রঘুবংশীয়দের দৃষ্টান্ত মনে করে্য আপনি কি আমার হেঁট মুখ দেখে্য সন্তাপিত হবেন না কি এমন মনে করবেন না এ অপেক্ষা লক্ষ্মণের মৃত্যুও আমার ছিল ভাল? হে দেবগণ! হে স্বর্গবাসি পিতামহগণ! হে আকাশ! হে অবনী মণ্ডল! তোমাদিগকে সাক্ষী করে্য রঘুকুলতিলক প্রভু রামচন্দ্রের সমীপে এই প্রতিজ্ঞা কচ্চি, আজ্ হয় ইন্দ্রজিৎকে নিধন না হয় আত্ম প্রাণ সমর্পণ করে্য আমার দুঃসহ মনের জ্বালার শান্তি কোর্ব। পৃথিবি! আজ্ তুমি হয় ইন্দ্রজিৎ না হয় লক্ষ্মণ এই দুইয়ের একে বঞ্চিত হবে।

হনু। উঃ—একি বীরদর্প, যেন পৃথিবী কাঁপ্‌ছে।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! কেন সহসা এমন ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা কল্লে? তোমার প্রতিজ্ঞা শুনে আমার হৃদয় যে কেঁপে উঠ্‌লো। ভাই!—জানিনা কি দোষে—আমি রাজ্য ধন, পিতা মাতা,

বন্ধুবান্ধব, সকল ধনে বঞ্চিত হয়েছি—ছিলেন জানকী—হা! (দীর্ঘ নিশ্বাস) গহন কাননে এসে তাঁকেও হারিয়েছি। ভাই! অন্ধের যষ্টি স্বরূপ তুমি আমার একমাত্র অবলম্বন আছ, অবশেষে তুমিও কি আমাকে ফাকি দিয়ে পালাবে? এই কি, ভাই! ক্ষেত্রের ধর্ম্ম?

বিভী। ধন্য তোমাদের ভ্রাতৃ স্নেহ, বুঝি ভ্রাতৃ স্নেহ শিখাবার জন্যেই তোমরা জন্ম গ্রহণ কোরেছ।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রাণের দোসর, তোমায় আমায় বিশেষ কি; তোমার ও প্রতিজ্ঞা আমার, আমি আজ ইন্দ্রজিতের মাতা কেট্যে তার শোণিতে তোমাকে স্নান করিয়ে তৎকৃত অপমানকলুষ ধৌত কোরব; ভাই! তুমি শিবিরের অধ্যক্ষ হয়্যে থাক।

(আকাশ বাণী)

হে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র! বীর লক্ষ্মণকে নিঃশঙ্কচিত্তে ইন্দ্রজিত্ সহ যুদ্ধে বিদায় কর। ইন্দ্রজিত্ লক্ষ্মণেরই বধ্য। তোমাদের সদ্গুণে সকল দেব তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। আজ সকল দেব মিলে লক্ষ্মণের সহায়তা কোরবেন আর দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধের উপযোগী পরিচ্ছদ এবং অস্ত্র শস্ত্র প্রসাদ স্বরূপ লক্ষ্মণের নিমিত্ত পাঠিয়েছেন, তোমার শিবির মধ্যে প্রাপ্ত হবে। সে পরিচ্ছদের সৌরভে অস্ত্রধারি শত্রুর অস্ত্র হস্তস্খলিত হয়্যে পোড়বে।

রাম। একি আকাশ বাণী?

বিভী। প্রভো! চিন্তাকি? আজ্ দেবকুল আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন।

লক্ষ্মণ। ইন্দ্রজিত্! দেখ্‌ব বেটা আজ্ তোর বীর পণা।

হনু। জয় সীতা নাথ রামচন্দ্র—জয় সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, জয় রঘু-কুল।

রাম। চল মিত্র! দেখিগে, দেবরাজ কি প্রসাদ পাঠিয়েছেন।

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠাঙ্ক।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার।

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) রে দুর্ব্বৃত্ত লক্ষ্মণ! এই কি তোর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম! বুঝ্‌লাম, তুই জগদ্বিখ্যাত রঘুকুলে তস্কর জন্মেছিস্। যে আপনাকে বীর বল্যে জানে সে কি এমন গুপ্ত ভাবে এমন তস্করের বেশে পরের গৃহে প্রবেশ করে?

(নিরস্ত্র ইন্দ্রজিত, দিব্যপরিচ্ছদ ভুষিত ও নিষ্কোষিত অসি হস্তে লক্ষ্মণ, শূল হস্তে বিভীষণ, এবং বৃক্ষ শাখা হস্তে হনুমানের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। দুরাত্মন্ ইন্দ্রজিৎ! আমাকে চোর বল্যে তুই নিজেরই পরিচয় দিচ্ছিস্, সাধুকে চোর বলা চোরেরই ধর্ম্ম। তোর্ বাপ্ যে চোর তা ত জগতে অবদিত নাই; তুই আবার চোরের বেটা চোর। দুর্ব্বৃত্তের দণ্ডদিতে সাধুজন কুৎসিত পথও অবলম্বন করে্য থাকেন—রক্তবীজ বধ হেতু জগন্মাতা ভগবতী রক্ত পান করেছিলেন।

ইন্দ্র। খুড়া মহাশয়! পথ ছাড়ুন—দেখ্‌ছি লক্ষ্মণের নিকট মরণ—পথ ছাড়ুন, আমি অস্ত্রাগার হতে অস্ত্র এনে তস্কর বেটার দর্প চূর্ণ করি।

বিভী। ইন্দ্রজিৎ! সে আশা পরিত্যাগ কর। আমি কদাচ পথ ছাড়তে পারবনা, আমি শ্রীরামের শরণ নিয়েছি, এখন আমি তাঁরই অনুচর, তাঁর মঙ্গল কামনাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিরূপে জীবন সত্বে তোমারে পথ ছেড়ে দিব?

ইন্দ্র। কি বল্লে? তুমি ভিখারী বনচারী রামের অনুচর? ধিক্ তোমাকে! তুমি অজেয় রক্ষঃকুলে জন্মেছ, তুমি ত্রিভুবন জয়ী দশাননের ভ্রাতা, আমি ইন্দ্রজিত—আমার খুড়া—তোমার মুখে এমন কথা? ধিক্ তোমাকে! ধিক্ তোমাকে! তুমি এই দণ্ডে অনলে প্রবেশ করে্য তোমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবন পরিত্যাগ কর, তোমার এই নীচ গতির প্রায়শ্চিত্ত আর কি হতে পারে?

লক্ষ্মণ। তোরে আর অন্যের মরণ দেখ্‌তে হবেনা, এখন আপনার মরণ চিন্তা কর্। পারিস্ তো একবার ইষ্টদেবের স্মরণ করে্য নে, বিস্তর পাপ করেছিস্ যদি কোন প্রকারে পরকালে পরিত্রাণ পাস্।

ইন্দ্র। রে বর্ব্বর! তুই নিরস্ত্র শত্রুকে আক্রমণ করে্য এত গর্ব্ব কচ্চিস্, এইকি তোর বীরপণা? বুঝ্‌লাম তুই অতি কাপুরুষ! রে নির্ব্বোধ! তুই মণি অপহরণ কর্ত্তে অজগর বিষধরের বিবরে প্রবেশ করেছিস মনে কিছু ভয় করিস—নাই? যখন সেই বিষধর জাগ্রত হয়্যে মণি অদর্শনে কুপিত হবে, তখন তার বিষানল হতে কে তোকে রক্ষা কোর্‌বে? গভীর সাগর গর্ভে লুকিয়েও প্রাণ বাঁচাতে পার্‌বিনা।

দশাননের দুর্নিবার কোপাগ্নি জলধির জল শোষণ করেও তোরে দগ্ধ কোর্‌বে, তুই তার উপায় কি ভেবেছিস্‌?

(প্রস্থান—ওপশ্চাত্‌ হনুমানের গমন)—

লক্ষ্মণ। দেখো হনুমান! বেটা যেন কোন প্রকারে পালাতে নাপায়।

(অসি আস্ফালন করে গমন)

বিভী। উঃ! বেটার কি তেজ! কি বীরত্ব! সম্পূর্ণ নিরস্ত্র তবু কার্‌ সাধ্য নিকটে যায়। বেটাকে বিনাশ আজ্‌ কত্তেই হবে, যাই লক্ষ্মণকে সাহস দিইগে।

(প্রস্থান)

হনু। (নেপথ্যে) জয় জয় রাম—জয় বীর লক্ষ্মণ।

বিভী। লঙ্কা আজ্‌ বীর শূন্য হলো! রে কুলাঙ্গার রাবণ! দুরাত্মন্‌! তোর পাপেই রাক্ষস কুল নির্মূল হল। স্বর্ণ কান্তি লঙ্কা ছার-খার হলো।

(শোনিতাক্ত বস্ত্রে লক্ষ্মণ বিভীষণ এবং গান ও নৃত্যকরিতে করিতে হনুমানের পুনঃ প্রবেশ ও দেবগণ কর্তৃক পুষ্পবৃষ্টি)।

রাগিণী ভৈরবী—তাল খেমটা।

হনু। জয়, জয় জয় রাম রঘুনন্দন।
জয় ইন্দ্রজিত জয়ী লক্ষ্মণ॥
অখিল ভব মণ্ডলে, মহাকীর্ত্তি প্রকাশিলে,
হেলে, ইন্দ্রজয়ীশূরে করি দলন।

দুর্জ্জয় রাক্ষস কুল, যাঁরে ডরে দেবকুল,
রণে, বিনাশি নিঃশঙ্কিলে দেবগণ ॥

(সকলের প্রস্থান)

২ য় গর্ভাঙ্ক।

(নগররে রাজ পথ)

(উর্দ্ধশ্বাসে বিরূপাক্ষের প্রবেশ

বিরূ। (সচকিত ভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-)এই দিকেই না জয় জয়রাম ধ্বনি হলো ?· কৈ কিছুই যে দেখি না।

(নেপথ্যে) কিসর্ব্বনাশ কিসর্ব্বনাশ !

(দূরে লম্বকর্ণের প্রবেশ।)

লম্বকর্ণইবা এত ব্যস্ত কেন ? কাণ্ডটা কি ?

লম্বকর্ণ। প্রভু ! সর্ব্বনাশ হয়েছে, সোনার লঙ্কা এককালে ডুবেছে।

বিরূ। হয়েছে কি ?

লম্ব। প্রভু মহারাজা আজ্ নির্ব্বংশ হলেন্, লক্ষ পুত্রের পিতা রাজা দশানন আজ্ নির্ব্বংশ হলেন।

বিরূ। কুমার ইন্দ্রজিতের কিছু ঘটেছে নাকি ?

লম্ব। প্রভু কুমার হত—

বিরূ। সে কি এ যে স্বপ্নের কথা, বিনা যুদ্ধে বীর ইন্দ্রজিত হত হলেন ? এ কিপ্রকারে ঘট্‌লো।

লম্ব। প্রভু! তার কিছুই জানিনা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের দিকে হঠাৎ জয়জয় রাম শব্দ শুন্‌লাম, আমরা অমনি সসজ্জ হয়্যে সেই দিকে দৌড়িলাম, পথে দেখ্‌লাম আগে সেই ঘরপোড়া তার পশ্চাৎ আর দুই বীর, কে চিন্তে পাল্লামনা, তার এক জনের হাতে এক অতি প্রচণ্ড খড়্গ, তায় রক্ত মাখা; ঘরপোড়াকে দেখে অনেকে পালিয়ে গেল, আমরা কয়েক জন সাহসে ভর করে্য ধনুকে বাণ যুড়ে দাড়ালাম। কিন্তু প্রভু! সেই খড়্গধারী বীর (আহা! তার কি দিব্য মূর্ত্তি) যখন এগিয়ে এল, তখন তার শরীরের সৌরভে আমাদের শরীর একেবারে অবশ হয়্যে হাত হতে ধনুর্ব্বান খসেপড়্যে গেল। তারা হাস্‌তে হাস্‌তে চল্যে গেল আমরা পটের পুতুলের মত চেয়ে রইলাম।

বিরূ। ধনুর্দ্ধর! এ অতি আশ্চর্য্য কথা, শুনে একেবারে চমৎকৃত হলেম; এ সকল যে দেব মায়া তার আর কোন সন্দেহ নাই।

লম্ব। তারপর যজ্ঞাগারে গিয়ে দেখ্‌লাম—উঃ বোল্‌তে যে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে—আহা! প্রভু! কুমার নয়ন মুদ্রিত করে্য শোণিতে ভাস্‌চেন।

বিরূ। উঃ কুমার, লঙ্কা সাগরে ভাসিয়ে গেলেন।

লম্ব। প্রভু! কুমার তখনও গতায়ু হননাই তখন মৃদুস্বরে বোল্‌ছিলেন" প্রমীলে! এমন সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলোনা—মনের ব্যথা মনেই রইল। জনক জননি! তোমাদের চরণে প্রণাম।"

বিরূ। আহা! কুমারের আর তুলনা নাই—তাঁর যেমন অতুল প্রতাপ ছিল, পিতৃ মাতৃ—ভক্তি এবং পত্নীর প্রতি প্রণয়ও তদনুরূপ ছিল।

লম্ব। প্রভু! তার পর অনেক ক্ষণ আর কিছু শুনা গেল না—পরে নাসাগ্রে হাত দিয়ে দেখ্‌লাম আহা! প্রাণ বায়ু তখন তাঁকে পরিত্যাগ করেছে।

বিরূ। হায় হায়! এ যে অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত! বীর ইন্দ্রজিৎ এমন করো্য হত হবেন এত স্বপ্নেও ভাবি নাই। যে বীরের প্রতাপে স্বর্গে ইন্দ্র এবং পাতালে বাসকী সদা সশঙ্কিত ছিল. আজ্ সেই বীরের পতন হলো তবু আকাশ হতে দিবাকরের পতন হলোনা? অবনীমণ্ডল রসাতলে নীত হলোনা? আজ্ ইন্দ্রজিতের পতনে একটী পক্ষীরও নিদ্রা-ভঙ্গ হলোনা! হে বিধাতঃ! তোমাতে সকলই সম্ভবে—তুমি পর্ব্বতকে তৃণ এবং তৃণকে পর্ব্বত কর্ত্তে পার। হায়! লম্ব-কর্ণ! একবার ভেবে দেখ দেখি আমরা কি ধন হারিয়েছি! কুলের শ্রেষ্ঠ রক্ষঃকুল, রক্ষঃকুলের শ্রেষ্ঠ বীর ইন্দ্রজিত্, আজ্ আমরা সেই বীর ইন্দ্রজিত্‌কে হারালাম! লঙ্কার শিরোরত্ন—বীর কুলের আদর্শ—রক্ষোরাজের কুলচন্দ্র আজ অস্তগত হলো! হে বীর! হে কুমার ইন্দ্রজিত্! তুমি—এমন নবীন বয়সে জননীর কোল শূন্য করো্য—পত্নীর হৃদয় আঁধার করো্য চলো্য গেলে? হে বীর! তোমার অকাল মৃত্যু ঘট্‌লো বলো্য আমি আক্ষেপ করিনা. তোমার মৃত্যু যদি অকাল মৃত্যু হয়, তবে পূর্ণ কাল মৃত্যু আর কার্ বোল্‌বো? অন্যে বৃদ্ধ বয়স্ পর্য্যন্ত বেঁচেও যে কার্য্য সাধন কর্ত্তো না পারে, তুমি এমন তরুণ বয়সে তার লক্ষগুণ সমাধান করেছ।

লম্ব। প্রভু! ঠিক্ বলেছেন, যে জন নিজ কর্ত্তব্য সাধন না করো্য

বৃদ্ধ হয়েও জীবন পরিত্যাগ করে তার মৃত্যুও অকাল মৃত্যু গণনা কত্তে হবে ।

বিরু । ধনুর্দ্ধর ! যাঁর জীবনে আমাদের জীবন, যাঁর প্রতাপে আমরা প্রতাপী, যাঁর বলে আমরা বলী, আজ্ সেই বীর-কেশরী আমাদিগকে পরিত্যাগ কল্লেন । রক্ষোরাজ কুলের মণি সকল আকাশের তারার মত একে একে অস্তগত হলো, অবশেষে ছিলেন এক পূর্ণ চন্দ্র, তিনিও নিশাবসান দেখে তিরোহিত হলেন । হে বীর ইন্দ্রজিৎ ! রক্ষঃ কুলের বিপুল মান, দুর্জ্জয় প্রতাপ, অসীম দর্প রক্ষার ভার কার হস্তে সমর্পণ করে গেলে ।

লম্ব । হায় ! অসীম দর্পই রক্ষঃকুল নির্ম্মূলের হেতু হলো । এখন যদি মহারাজ বীর বিভীষণের পরামর্শ শুনতেন তাহলে কি এই অনর্থ ঘটে । প্রভু ! এখানে আর কাল হরণ করা উচিত বোধ হয় না । অদ্য ত এতক্ষণ রাজ বাটীতে এই ভয়ঙ্কর বজ্রপাত হয়েছে । আপনি এখানে থাকলে এবিপদ্ কালে মহারাজকে সান্ত্বনা দিতে আর কে আছে ?

বিরু । লম্বকর্ণ ! তুমি আমার চৈতন্য করে দিলে, আমি কুমারের শোকে বিহ্বল হয়ে একেকালে কর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য হয়েছি, চল শীঘ্র যাই ।

প্রস্থান

সপ্তমাঙ্ক।

লঙ্কার রাজপথ।

পুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

পুরো। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ বেলা টা যে অধিক হয়ে পড়েছে, চিতারোহণের কাল যে প্রায় নিকট। বিরূপাক্ষ, যুদ্ধ নিবৃত্তির জন্যে যে সন্ধি কত্তে রামের সমীপে গেছেন, কৈ এখনত প্রত্যাগত হলেন না! প্রমীলার চিতারোহণের সমুদায় প্রস্তুত, এখন বিরূপাক্ষ প্রত্যাগত হলেই—

(রণবাদ্য)

এই বুঝি বীর এই দিক্ দিয়ে আসচেন।

(রণ বাদ্য—অগ্রে শ্বেতধ্বজ স্কন্ধে ধ্বজবাহকের প্রবেশ; পশ্চাত্ বিরূপাক্ষ, লম্বকর্ণ ও আর কতিপয় অস্ত্রধারী বীরের প্রবেশ)

পুরো। কেমন বীর বিরূপাক্ষ! যে উদ্দেশে যাত্রা করেছিলে তা সফলত?

বিরূ। হাঁ মহাশয়! তার আর সন্দেহ আছে? বীর রামচন্দ্র অতি উদার স্বভাব। আমি পুর্ব্বে পূর্ব্বে তাঁকে দূরে হতো দেখেছিলাম্ এবার নিকটে গিয়ে দেখ্‌লাম—আহা! তাঁর

কি সৌম্য মূর্ত্তি, দেখ্‌লে নয়ন তৃপ্ত হয়, যেন দয়া, উদারতা, মূর্ত্তিমতী হয়ে৷ তাঁর ললাটে বিরাজ কচ্চো। যতক্ষণ তাঁর সম্মুখে ছিলাম বোধ হয়েছিল যেন দেবধামে কোন দেব সমীপে উপস্থিত আছি। আহা তাঁর কি মধুময় বচন! তিনি যখন বচন পরম্পরা বিনিয়োগ কত্তো লাগ্‌লেন, বোধ হলো যেন প্রফুল্ল কমলবনে মৃদু প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ বিচরণ কচ্চো।

পুরো। তা না হবে কেন? তাঁর ত সামান্য কুলে জন্ম নয়। প্রসিদ্ধ রঘুরাজের বৃত্তান্তত শুনেচ, রাম তাঁর বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন—না হবে কেন?

বিরু। সন্ধির প্রস্তাব মাত্রেই তিনি সম্মত হলেন। আর মহারাজের সর্ব্বনাশের বিষয় উল্লেখ করে৷ বিস্তর আক্ষেপ করে৷ বল্লেন "বীর বিরূপাক্ষ! রাজা দশাননের অন্যায় অভিমানই এ সর্ব্বনাশের হেতু। তিনি যদি সীতাকে ফিরে দিয়ে আমার সহিত সন্ধি কত্তেন, আমি তাঁর সদৃশ প্রতাপশালী বীরের সহিত সন্ধি করে৷ আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান কত্তাম, কিন্তু তিনি সামান্য অভিমানে মত্ত হয়ে তা কল্লেন না, এ সকল বিধাতার নির্ব্বন্ধ"।

পুরো। পাতিত শত্রুর প্রতি এরূপ করুণা করাইত বীরের ধর্ম্ম; চল বীর চল, কুমারের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কাল নিকট আবার একটা সহমরণের কাণ্ড আছে, সেটাত সামান্য নয়।

বিরু। মহারাজ কি সহমরণ স্থলে উপস্থিত থাকবেন?

পুরো। না, তিনি সে স্থলে থাক্‌তে পারবেন না। আমি এ বিষয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, তাতে তিনি এই উত্তর দিলেন "মহা-

শম্ব ! ইন্দ্রজিত্ যে দারুণ শেল আমার হৃদয়ে নিঃক্ষেপ করে্য গেছে তা আমি কথঞ্চিৎ সহ্য কচ্চি, কিন্তু প্রমীলার চিতা-রোহণ দেখে, সেই শেলের উপর আবার যে নূতন শেল নিঃক্ষিপ্ত হবে তা আমি কোন ক্রমেই সহ্য কত্তো পারবনা।

শিক্ষ। মহারাজ অনেক শোক সম্বরণ করেছেন কিন্তু বীর ইন্দ্রজি-তের শোকেই তাঁর জীবন শেষ হবে।

পুরো। ওহে ! আর বিলম্বে কাজ নাই, বেলাটা হয়্যে উঠ্‌লো।

(প্রস্থান।)

অষ্টমাঙ্ক

সাগর তীর।

(যোদ্ধা, রক্ত পতাকা স্কন্ধে ধ্বজবাহক, পশ্চাৎ খট্টাশায়ী রক্ত-বসনাবৃত ইন্দ্রজিতের শব স্কন্ধে কয়েক জন শোকসূচক পরিচ্ছদাবৃত, নিষ্কোষিত অসি হস্তে বিরূপাক্ষ বেদোচ্চারণ করিতে করিতে পুরোহিত, ত্রিজটার স্কন্ধে ভর দিয়া মন্দো-দরী, দুই সহচরীর স্কন্ধে ভর দিয়া প্রমীলা আর কতিপয় দাসী —নিষ্কোষিত অসি হস্তে লম্বকর্ণ ও আর কতিপয় বীরের ক্রমান্বয়ে প্রবেশ—দূরে চিতা দৃশ্যমান)।

পুরো। ঐ না চিতা দৃষ্ট হচ্চে ?

শিক্ষ। হাঁ মহাশয় ! মহারাজের আদেশে ঐ স্থান মনোনীত করা

গেছে—ঐটী মহাবীর কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, বীরবাহু প্রভৃতির সমাধি স্থান। (স্বগত) আহা! সাগরের অসীম বিস্তার আর গভীর নিনাদ মনে অতিশয় মধুময় বোধ হচ্চে। বাসনা হচ্চে তরঙ্গ মালার উপর স্থির দৃষ্টি রেখ্যে তার গভীর নিনাদের সঙ্গে স্বর মিল করে একবার বিলাপ করি।

মুরে। দেবি! এই সেই স্থান।

মন্দো। হা বাছা মেঘনাদ! বাছা! তোমার নিকট আমি কি দোষে দোষী যে তুমি এমন করে আমার কোল শূন্য করে গেলে? বাছা! হর গৌরীর বিস্তর আরাধনা করে তোমাকে পেয়েছিলাম, কৈ তোমার কল্যাণের জন্যে হরগৌরীর আরাধনাতে আমি এক দিনের তরেও বিস্মৃত হইনাই; তবে তাঁরা কি দোষে এ দুঃখিনীকে বিস্মৃত হয়্যে তোমাকে হরণ কল্লেন। বাছা! তুমি যে আমাকে বড় ভাল বাসতে, তুমি এমন কি দোষ পেয়েছিলে, যে মায়ের প্রাণে এমন জ্বালা দিয়ে চলে্য গেলে।

(রাগিণী যোগিয়া, তাল জৎ।)

বাছা কি দোষে ত্যজিলে আমায়।
হিয়া বিদরে রাখরে রাখরে মায়॥
কান্দে তোর জননী, আয়রে বাছনি,
একবার বসো কোলে মা মা বলে ডাক মায়;
তোমার শোকানলে, মায়ের হৃদয়জ্বলে,
আসি যুড়ারে যুড়ারে বাছা এসময়

পুরো। দেবি! শান্ত হউন, আর বিলাপ কর্‌বেননা, আপনকার বিলাপে সকলে অস্থির হয়ে পড়েছে। দেবি! এসংসারে সকলই বৃথা, সুখই বলুন আর দুঃখই বলুন কেবল নাম মাত্র, এক মাত্র ধর্ম্মই সত্য!

মন্দো। ঠাকুর! এসংসারে এক মাত্র দুঃখই সত্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই বৃথা; ঠাকুর আমিত জ্ঞানে কখন অধর্ম্ম করিনাই তবে কেন বিধাতা আমার মনে এমন জ্বালা দিলেন?—হা বাছা ইন্দ্রজিত্‌—ইন্দ্রজিত্‌—বাছা ইন্দ্রজিত্‌—কৈ বাছা এখনও এলেনা; বাছা তুমি যে ইন্দ্রজিত্‌ নামটি বড় ভালবাস্‌তে—ইন্দ্রজিত্‌ বল্যে মায়ের গলা কেটে গেল তবু বাছা একবার মা বলে কাছে এলেনা? বাছা—উহু উহু বুক ফাটে যে (হস্তে বুক চাপিয়া) আমি যে আঁধার দেখ্‌ছি। ত্রিজটে ধর—

(মুর্চ্ছা ও পতন)

পুরো। ধর ধর দেবী পড়েন যে—

দাসীগণ। ওগো কি সর্ব্বনাশ হলো গো!

বিভী। মুখে জল দাও—জল দাও—গোল কল্যে কি হবে—বাতাস কর!

ত্রিজটা। হায়! কি হলো—দেবি (নাশিকাগ্রে হস্ত দিয়া) নিশ্বাস নাই যে, দেবি—দেবি! হায় বুঝি পুত্রশোকে দেবী প্রাণ ত্যাগ কল্লেন—

প্রমীলা। আর্য্যে! তুমি বড় পুণ্যবতী—তোমার অদৃষ্ট কি সুপ্রসন্ন দারুণ পুত্র শোকের জ্বালা হতে সহজেই নিষ্কৃতি পেলে। (শিরে করাঘাত পূর্ব্বক) হা হতভাগিনি প্রমীলে!

দাসী। ওগো দেখ দেখ ওষ্ঠ নড়্‌চে, যেন কি বল্‌চেন।

বিক। ভয় নাই—ভয় নাই—সকলে গোল ছাড়—বাতাস কর, দেবী রক্ষা পাবেন—ভয় নাই।

মন্দো। (মৃদুস্বরে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক) বাছা! তুমি এবার যুদ্ধে যেতে পাবেনা—তাতে যদি মহারাজ কুপিত হন, না হয় আমরা প্রমীলাকে নিয়ে বনে বাস কোর্‌বো—কাজ্‌কি বাছা আমাদের রাজ্য ধনে—

ত্রিজটা। এ আবার কি সর্ব্বনাশ!

পুরো। দেবি! রাজ মহিষি! (মন্দোদরী উঠিতে উদ্যত) ত্রিজটে! তুলে বসাও।

দাসী। ওমা! একি হলো দেবীর চোক্-দুটি অমন্ ঘুর্‌চে কেন?

মন্দো। বাছা! যেওনা যেওনা সাপদের উপর দৌড়ে যেওনা, ওগো কেউ—

বিক্ল। মুখে জলছিটাও জলছিটাও (দাসীকর্ত্তৃক জল প্রক্ষেপ)।

পুরো। রাজমহিষি! - রাজমহিষি!

মন্দো। (হস্ত দ্বারা বাতাস দিতে নির্দ্দেশ) হা! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

বিক। (প্রমীলাকে নির্দ্দেশ করিয়া লম্বকর্ণের প্রতি) চেয়ে দেখ সুন্দরীর চোখের আর মুখের কি স্থিরভাব অন্তর্বেদনা মনে মনেই সহ্য কচ্চেন।

লম্ব। প্রথমে যেরূপ অধৈর্য্য হয়েছিলেন তারত কিছুই নাই।

বিক। ক্রমে ক্রমে এই সুস্থির ভাবটী হয়ে এসেছে! আহা! এযেন ঝড়ের আগে বায়ুর স্থিরভাব। আহা! এখনি এই অনুপম রূপ রাশি অনলে সমর্পণ কোর্‌বেন।

লম্ব। দেবীও যে সুস্থির হয়েছেন।

সুরে। (বিরূপাক্ষের প্রতি) ওহে! সহমরণের কাল যে উপস্থিত, এ নিষ্ঠুর কথা এখন বলি কেমন করো?

প্রমী। ঠাকুর! ও নিষ্ঠুর কথা নয়, ঐটী আমার বাসনা, বাসনার ধন যত শীঘ্র পাই ততই ভাল।

মন্দো। (হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক) মা প্রমীলে! (মন্দোদরীর কোলে প্রমীলার উপবেশন) বাছা! তুমি যে সঙ্কল্প কোরেছ তাতে তোমাকে নিবারণ কোরবোনা; নিবারণ করায় অধর্ম্ম আছে। আমি জানিনে কি অধর্ম্মের ভোগ ভুগছি, তোমাকে নিবারণ করো কি আবার জন্মান্তরেও জ্বালা ভুগব। মা! তুমি যে আমার সোনার প্রতিমে, আমি এমন সোনার প্রতিমে কেমন করো অনলে সমর্পণ কোরবো; বাছা! বাছা ইন্দ্রজিত! তোর মনে কি এই ছিল? আমি অভাগিনী বলো আমাকে মনে কল্লিনে, এমন সোনার প্রতিমে বৌ আমার তার পানেও একবার ফিরে চাইলিনে। মা! তুমি আমার কোলে বসো আমাকে মা মা বলো ডাকলে যদি তাতে মেঘনাদের জ্বালা কিছু ভুলতে পারি।

প্রমী। আর্য্যে! ভেবে দেখুন বিধবা কন্যা আর বিধবা পুত্রবধূর মরণই ভাল। তাদের দেখলে জামাই ও পুত্রের শোকপ্রতিদিন নতুন করো জ্বলতে থাকে। যখন আমি উপবাসে কাতর হয়ো শুষ্ক মুখে আর শুষ্ককণ্ঠে প্রাণ পতির উদ্দেশে রোদন কোরবো তখন কি তুমি তোমার মেঘনাদের জ্বালা ভুলবে?

মন্দো। হা বাছা মেঘনাদ! তুমি আমাকে কি করো গেলে! আমি যখন বনে মুনি ঋষির দ্বারে দ্বারে মেঘনাদ মেঘনাদ

বলো রোদন করে বেড়াব তখন " এই পাপিনী ইন্দ্র তের মা " বলে কে আমার পরিচয় দেবে ?

প্রমী। আর্য্যে! ক্ষান্ত হও। তোমার রোদনে আমার মনবক্ত চঞ্চল হচ্চে, আমার নিতান্ত বাসনা সুস্থির চিত্তে প্রাণেশ্বরের চরণ ধ্যান কত্তে কত্তে আত্ম সমর্পণ করি।

পুরো। রাজমহিষীকে এই রক্ষের অন্তরালে নিয়ে গেলে ভাল হতো, প্রমীলার চিতারোহণ দেখলে আরো অস্থির হয়ে পোড়বেন।

মন্দো। ঠাকুর! যথার্থ বলেছেন আমি কোথায় প্রাণবেধে তা দেখ্‌বো ?

প্রমী। আর্য্যে! প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মান্তরে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ না করি।

মন্দো। মা আশীর্ব্বাদ করি তুমি যেন জন্মান্তরে পতি সঙ্গে চির জীবন ভোগ কর। হে বিধাতঃ! আমার এই প্রার্থনা আর যেন কোন নারী পতিশোক পুত্রশোক না পায়। মা এসো একবার আলিঙ্গন করি, জন্মান্তরে তোমা কে যেন পুত্রবধূ পাই।

প্রমী। মা আমিও যেন তোমাকে শাশুড়ী পাই।

রাগিণী—ললিত বিভাস. তাল আড়া।

(মন্দো।) মায়ে ফাকি দিয়ে কোথা পলাইলি বাছাধন।
এই কিরে মাতৃ ধার শুধি লিরে প্রাণধন ॥
পুত্রহয়ে এইকরিলি, মায়ের প্রাণে ব্যথা দিলি,
বধু মোর স্বর্ণ পুতলি, করালি অনলার্পণ।

আমি রাজার নন্দিনী, রাজাধিরাজ গৃহিণী ;
মনে সাধ ছিল হব রাজ জননী ;
বিধাতা বাদ সাধিল, সে আশামূলে ছিঁড়িল,
নিমেষেতে কাড়িনিল, আশার সেবিত ধন ॥

ত্রিজটে ! আমাকে নিয়ে চল (চলিতে ২) হায় ! আমি সোনার প্রতিমে অনলে সঁপে গেলাম ! বাছা ইন্দ্রজিত্‌ !

(ত্রিজটাসহ প্রস্থান)

(সকলের চিতার নিকট গমন)

প্রমী। (দুই সহচরীর প্রতি ; সখি ! আমি চল্লেম, যদিকখন তোমাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করে। থাকি আমাকে ক্ষমা কর।

সহচরী দ্বয়। সখি ! কর্কশ ব্যবহার কারে বলে আমরা তা জানিনা।

প্রমী। (কণ্ঠ হইতে মুক্তাহার খুলিয়া) সখি ! এই ধর, আমি দুঃখিনী, আমার আর কি আছে যে তোমাদের দেব।

১ সহ। সখি ! আমারা ধনের প্রার্থিনী নই—

২ সহ। আমাদের যদি কোন অপরাধ হয়ো থাকে সদয় হয়ো মার্জ্জনা কর্য়ো যাও তা হল্যেই আমরা চরিতার্থ হব।

১ সহ। তুমি হার পর ; শূন্য কণ্ঠে কিরূপে পতি সন্দর্শন কোরবে ? (হার পরাইয়া দিয়া)

প্রমী। (বক্ষঃ স্থল হইতে এক কৌটা বাহির করিয়া) সখি ! এই ধর, এইটী আমার জননীকেদিও। এই কৌটায় যে কবচ আছে

বিবাহ কালে মা আমাকে দিয়াছিলেন। যে নারী এই কবচ ধারণ করে সে পতি প্রিয়া আর পতি-প্রাণাহয়। সখি! সেসব আমার হলো। সখি! জননীকে প্রণাম করো বোলবে, "জননি! তোমার প্রমীলা পতি সঙ্গে অবনীমণ্ডল ত্যাগ করেছে, আর তাকে যে কবচদিয়েছিলে এই তা লাও, তার কনিষ্ঠা ভগিনীকে দিও, সেও যেন প্রমীলার মত পতিপ্রিয়াআর পতিপ্রাণাহয়, কিন্তু শেষে যেন প্রমীলার মত জ্বালা নাপায়। সখি! আর এক কথা বলি, আমার যে পড়া ময়না টী আছে তাকে আমার দুঃখের একটি গীত রচনা করো শিখিয়ে ছেড়ে দিও, সে যেন সেই গান বনে বনে গেয়ে বেড়ায়। সহচরি! এসো। আলিঙ্গন করি। (পুরোহিতের প্রতি) ঠাকুর! আপনি আমাদের পরমহিতার্থী ছিলেন; বীর বিরূপাক্ষ! আপনি আমার পতির প্রাণতুল্য সুহৃদ ছিলেন; বীর লম্বকর্ণ! সকলে আমাকে আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন মরণান্তে পতি সন্দর্শন পাই; (চিতাকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নি স্পর্শ পূর্ব্বক) হে অনল! আমার অন্তরে যে অনল জ্বল্‌ছে তার নিকটও তুমি শীতল হে অনল! আমার অন্তরের অনল আকর্ষণ করো আমাকে শীতল কর। বীর বিরূপাক্ষ! আমি এক-বার নিভৃতে পতির চরণ ধ্যান করো অনলে প্রবেশ কোরবো যা বিহিত হয় করুন।

বিরু। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য (প্রমীলাকে বেষ্টন করিয়া যবনিকা পতন; বাহিরে সকলে নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান)।

প্রমী। (যবনিকা অন্তরালে) হে প্রাণবল্লভ! তুমি কি আমার বিরহে কাতর হয়েছ, কি এমন মনে করেছ এদাসী তোমায়

অনুগামিনী হলো না? এই নাও তোমার প্রমীলাকে চিরকালের তরে গ্রহণ কর।

সকলে। হায় হায় লঙ্কার রাজলক্ষ্মী আজ লঙ্কাত্যাগকল্লেন!!!

(সকলের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

সমাপ্ত।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দু ও মোসলমানদিগের রাজত্ব এবং ইংরাজদিগের
রাজ্যারম্ভের বিষয়।

গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য স্কুলের জন্য

"নলিনীকান্ত" প্রভৃতির প্রণেতা

শ্রীকেদারনাথ দত্ত

দ্বারা প্রণীত।

কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির মৃজাপুর,
১৩ সঙ্খ্যাক ভবনে মুদ্রিত।

১২৬৬।

(মূল্য ১ টাকা মাত্র।)